www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

বহুজাতিকের সমাজসেবা

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

রাজস্থান বাংলার কৃষিক্ষেত্র

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১১ অগ্রহায়ণ – ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ ঃ ২৮ নভেম্বর – ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 5, 28 November - 4 December, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কামদুনির পরামর্শ কাকদ্বীপকে

‘রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় যাবেন না’

মেহেবুব গাজী

ঘটনায় ছিল হুবহু মিল। এবার আন্দালনেও কামদুনি মিলিয়ে দিল কাকদ্বীপকে। গত মঙ্গলবার কাকদ্বীপের দক্ষিণ হরিপুরে নির্যাতিতা ছাত্রীর বাড়িতে যান কামদুনি আন্দোলনের অন্যতম দুই মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল। পরে ‘আক্রান্ত আমরা’–র পক্ষ থেকে যান কামদুনির স্কুল শিক্ষক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, বালির নিহত তৃণমূল নেতা তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত, বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমীলা বিশ্বাস, শিক্ষক গৌতম মণ্ডল, মইদুল ইসলামরা। প্রত্যেকেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সহমর্মিতা জানান। পাশাপাশি আইনি–সহ সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দেন তাঁরা। এদিন মৌসুমী, টুম্পা নির্যাতিতার পরিবারের কাছে আবেদন করেন, কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। কোনও রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় যাবেন না। প্রয়োজনে আমরা আবার আসব। কামদুনি, কাকদ্বীপের লড়াই একই। এ লড়াই আমাদের করতে হবে।

অভিযুক্ত গোপালকে নিয়ে পুলিশ ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে চায়। কিন্তু গত তিন দিন ধরে চলা জনরোষের ফলে পুলিশ অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে পারেনি। কারণ অভিযুক্তকেদেখলেআন্দোলনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে গোপাল জনরোষের শিকার হতে পারে। তবে ছাত্রীর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট গণধর্ষণের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। পুলিশ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণের মামলা রুজুও করেছে। কিন্তু ঘটনার চার দিন পরেও বাকি অভিযুক্তরা অধরা থেকে গিয়েছে।

ঘটনার দিন ছাত্রী সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে টিউশন থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। পুলিশের অনুমান, পরিচিত কেউ ছাত্রীকে সেদিন ডেকেছিল। সেই ডেকে নিয়ে গিয়ে কয়েকজন মিলে ছাত্রীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। তারপর বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে আসার ভয়ে ছাত্রীকে খুন করা হয়। খুনের সিদ্ধান্তও ঘটনাস্থলে নেওয়া বলে খুনের মোটিভ বলছে। ছাত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। খুনে ব্যবহার করা হয়েছে টেবিল ফ্যানের তার। ফ্যানটি ছিল গোপালের ঘরে। সেই পরিচিতকে খুঁজে বের করাই এখন পুলিশের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যে পর্যন্ত পুলিশ দেহ সৎকার নিয়ে চরম ব্যস্ত ছিল। পাশাপাশি নাগরিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠায় পুলিশ তদন্তের ব্যাপারে বিশেষ এগোতে পারে নি। অন্যদিকে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে শাসক দলের নেতৃত্বের মধ্যেও কিছুটা চাপা অসন্তোষ আছে। কারণ প্রথম দিন পরিবারের দাবি মেনে পুলিশ ধর্ষণের মামলা রুজু করলে তিন দিন ধরে চলা সরকার বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধত না বলে শাসক দলের নেতৃত্বের একাংশের দাবি। টানা তিন দিন আন্দোলন চরমে ওঠার পর পুলিশ শেষে গণধর্ষণ–সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে। ততক্ষণে কাকদ্বীপের আন্দোলন রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় তুলে দিয়েছে। ঘটনার পর দিন শনিবার রাতে স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে দেহ সৎকারে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু ছাত্রীর পরিবারও প্রতিবেশিরা তা মেনে নেননি। এরপর সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের গণসংগঠন আন্দোলনকে সার্বিক রূপ দিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ গনে তুলেছে। পাশে পেয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষকে। দেহে আটকে রেখে চলেছে লাগাতার আন্দোলন। ধর্ষণের মামলা রুজুর পাশাপাশি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে দেখানোর দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। সেই দাবি মানার পর দেহ সৎকার হয়।

রানুর পিতা শোকাতুর দীপকের (বাঁ দিকে) পাশে দাঁড়াতে এলেন কামদুনির মৌসুমী–টুম্পারা। –নিজস্ব চিত্র

এখনও আতঙ্কে ফুঁসছে কাকদ্বীপ

বাপন মন্ডল

‘আমার বাড়ির মেয়ে বাড়িতে থাক, তোকে আর পড়তে যেতে হবে না, স্কুল থেকে সোজা বাড়িতে আসবি’। আবার কেউ বলছেন ‘মাস্টারমশাই আপনি যদি সকালে পড়ান তাহলে আমি আমার মেয়েকে পড়তে পাঠাবো, না হলে পাঠাবো না’–কাকদ্বীপ কান্ডে রানু বিশ্বাসের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও বাবা–মায়েদের মনে সেই আতঙ্ক এখনো দানা বেঁধে রয়েছে। কামদুনি, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, কাকদ্বীপ সহ বেশি ভাগ জায়গায় টিউশান পড়া কাল হচ্ছে মেয়েদের। সূর্য ডুবলে বাবা–মায়েরা তাই একা টিউশান পাঠাতে সাহস পাচ্ছেন না।

কাকদ্বীপের যে জায়গাগুলিতে বেশি ছাত্র–ছাত্রী টিউশান পড়তে যায় সেগুলি হল কাকদ্বীপ কলেজের পিছনে, প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে, ভুটভুটি ঘাট, বীরেন্দ্র ও আদর্শ স্কুলের কাছে এবং বাসন্তি ময়দানে। এর মধ্যে প্রতাপাদিত্য নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে নিরাপত্তা থাকলেও বাকি জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে, এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। বীরেন্দ্র স্কুল বাসন্তী ময়দান ও আদর্শ স্কুলের কাছে যে রাস্তা দিয়ে আসে তার অনেক জায়গায় আলো নেই। পুলিশি পাহারা তো দূরের কথা, নেই কোন সিভিক ভলেনটিয়ার্সও। আর কাকদ্বীপ কলেজের পিছনের রাস্তায় যেখানে দিনের বেলা ছাত্র–ছাত্রীরা যেতে ভয় পায় সেখানে রাতের নিরাপত্তা অনেক বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। তথ্য বলছে, গত ৩ বছরে কাকদ্বীপে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কোনওটারই তেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি। ফলে কাকদ্বীপ কান্ডের পরে কয়েক দিন ধরে কাকদ্বীপের প্রতিটি কোচিং সেন্টারে দেখা গিয়েছে আতঙ্কিত অভিভাবকদের ভিড়। পড়া শেষ হলে তারা তাদের মেয়েদের নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন। ছাত্রীর মা বলেন, ‘আমার মেয়ে অশিক্ষিত হয়ে বাড়িতে থাক। তার জন্য হয়তো তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হবে। কিন্তু তাকে আমার সারা জীবনের জন্য হারাতে হবেনা।’ কাকদ্বীপের রানু মৃত্যুর ঘটনার মূল অভিযুক্ত গোপাল হাজরা ধরা পড়লেও, মোড়ে মোড়ে মোমবাতি মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হলেও রানুর মতো বড় মেয়ে আগামী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শিনা বোরা হত্যা মামলায় অবশেষে সিবিআই–এর সন্দেহের জালে পিটার। এর আগে দু–একবার জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তাকে ছুঁতে পারেনি সিবিআই। শেষ পর্যন্ত সিবিআইয়ের জালে ধরা পড়ল চতুর পিটার মুখার্জি। এখন জেরা চলছে।

রবিবার : কাকদ্বীপে ফিরে এল কামদুনির ছায়া। পড়ে বাড়ি ফেরার পথে ধর্ষকদের হাতে ধর্ষিতা ও খুন হল সুভাষনগরের রানু বিশ্বাস ।এরপর শুরু পুলিশের কারসাজি। ধর্ষণের অভিযোগ মানতে নারাজ তারা। অবশেষে গ্রামবাসীদের থানা ঘেরাও ও অনশনে জেরবার হয়ে যুক্ত হয় ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার হয়েছেএকজন।

সোমবার : বিরোধী প্রতিবাদ কর্মসূচির উপর লাগাতার হামলায় যুক্ত হল কার্যালয় ভাঙচুর।তারকেশ্বরে সিপিএমের জোনাল অফিসে আগুন লাগাল দুষ্কৃতীরা। অসহিষ্ণুতা নিয়ে প্রতিবাদে সোমবার এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা এই অসহিষ্ণুতায় চুপ কেন? বোঝা দায়।

মঙ্গলবার : আমির খানকে আমরা এতদিন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন দেশপ্রেমী ভারতবাসী হিসাবেই চিনতাম। কিন্তু সেই আমিরের বোধহীন আলটপকা মন্তব্যে অশান্তি ছড়াল দেশ জুড়ে। তাঁর স্ত্রী নাকি ভারতে থাকতে আতঙ্কিত! যে ভারতে করে–কম্মে খাচ্ছেন, ভালোবাসায় ভাসছেন তাঁদের দেশের প্রতি এই মনোভাব! স্বাভাবিকভাবেই ফুঁসছে দেশবাসী। পরে যতই সাফাই দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করুন ততদিনে চরিত্র তো প্রকাশ করেই দিয়েছেন।

বুধবার : এ রাজ্যের ওয়ার্ক কালচারকে আগেই গলা টিপে মেরে দিয়েছে বামফ্রন্ট শাসন। তৃণমূলের সরকারও যে সেই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে তা দেখাল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট। ওয়ার্মারে পুড়িয়ে মরতে হল দুই সদ্যজাতকে। এখন রিপোর্ট, সাসপেন্ড, শাস্তির ভান চলছে। কদিন বাদে সব মিলিয়ে যাবে। মৃতপ্রায় ওয়ার্ক কালচার চলছে –চলবে।

বৃহস্পতিবার : সিবিআই শীত পড়তেই ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মদন নিয়ে কয়েকদিনের নাড়াচাড়ার পর এবার তলব শঙ্কুদেব পন্ডাকে। না গেলে নোটিশ।

শুক্রবার : ভারতীয় সংবিধান নথিভুক্ত হওয়ার দিন শুরু হল লোকসভা। বাগ–বিতন্ডা যাই হোক একটাই স্বস্তি সাংসদদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বন্ধ হয়ে যায়নি সংসদ। দেরি হলেও শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে খুশি দেশবাসী।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অনুমোদন সত্ত্বেও চালু হল না ম্যাজিক চলাচল

ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দক্ষিণ শহরতলির বুড়ুল থেকে বজবজ রুটে সরকারি অনুমোদন সত্ত্বেও ম্যাজিক গাড়ির পরিষেবা শুরু না হওয়ায় জনগণ এবং গাড়ির মালিকরা ক্ষুব্ধ। চড়িয়াল রুটের শাসক দলের অটো ইউনিয়ন কিছুতেই একই রাজনৈতিক দলের ম্যাজিক গাড়ির ইউনিয়ন গোষ্ঠীকে গাড়ি চালাতে দিচ্ছে না। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা বার বার এ বিষয়ে আলোচনা করলেও কোনও সমাধান সূত্র মিলছে না। বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের ভূমিকা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত মঙ্গলবার আলিপুরে জেলাশাসক পিবি সেলিমের উপস্থিতিতে এক সভায় হাজির ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডা: তরুণ রায়, বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বজবজ পুরসভার পুরপিতা দীপক ঘোষ, বজবজ ও নোদাখালি থানার আইসি, অতিরিক্ত জেলাশাসক কল্পনা ভগত প্রমুখ। জেলাশাসক ম্যাজিক গাড়ি চালু না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সভায় স্থির হয়েছে আগামী সোমবার থেকে ম্যাজিক গাড়ির পরিষেবা শুরু হবে। পরীক্ষামূলক ভাবে চলবে চড়িয়াল পর্যন্ত। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে অটো ইউনিয়ন আবার নতুন করে ম্যাজিক গাড়ি যাতে না চলে তার জন্য কলকাঠি নাড়া শুরু করেছে। ম্যাজিক গাড়ির মালিকরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন, সরকার তাদের পারমিট দিয়েও, গাড়ি না চালাতে দেওয়ায় প্রতি মাসে আয় ছাড়াই তাদের ব্যাঙ্কের কিস্তি গুণতে হচ্ছে।

বুড়ুল, রানিয়া, সাতগাছিয়া, রায়পুর ডোঙাড়িয়া এলাকার জনগণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ম্যাজিক রুট চালু করতে প্রশাসন কেন কঠোর হতে পারছে না? প্রশাসন কি ঠুঁটো জগন্নাথ?

বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলাপরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, সোমবার থেকে ম্যাজিক গাড়ি অবশ্যই চালু হবে। প্রোগ্রেসিভ ম্যাজিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মোল্লা বলেন, সোমবার গাড়ি চালাতে বাধা দিলে আমরা অবস্থান করব।

চাকরির টোপ দিয়ে আইএস জঙ্গি সংগ্রহের চেষ্টা চলছে

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

সম্প্রতি প্যারিসে আই এস (ইসলামিক স্টেট) জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলায় শতাধিক মানুষ অকালে প্রাণ হারাবার পর নড়ে চড়ে উঠেছে সারাবিশ্ব। আমাদের রাজ্যও যে এই জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম টার্গেট তা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। প্যারিসের ঘটনার পাশাপাশি সম্প্রতি কলকাতা থেকে গ্রেফতার পাক গুপ্তচর আখতার খান ও তার ভাই জাফর খানকে জেরা করে বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সি নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে। আই এস জঙ্গি সংগঠন এ রাজ্য তথা কলকাতাকে জেহাদি নিয়োগের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে জাল বিস্তর করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই চার পাঁচজন যুবক কলকাতা থেকে পাকিস্তান হয়ে পাড়ি দিয়েছে ইরাক এবং সিরিয়ায়। উদ্দেশ্য আই এস

জঙ্গি গোষ্ঠীতে নাম লেখানো। এছাড়াও এ রাজ্যের অসংখ্য যুবককে ধর্মের নামে মগজধোলাই করে জেহাদি হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। অনেকেই ইতিমধ্যে আইএস জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মূলত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত যুবকরাই আইএসের দিকে ঝুঁকছে। দীর্ঘদিন ধরেই এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ইসলামিক মৌলবাদী নানা সংগঠন মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকদের ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করতে নানা অপ্রচার চালাচ্ছিল। ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠন সম্প্রতি সারা বিশ্বে নৃশংসতার নিরিখে সাড়া ফেলে দেয়। বয়সে নবীন যুবকরাই এই সংগঠনের পরিচালক।

ইরাক, সিরিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে এই সংগঠন একের পর এক হত্যা ও ধ্বংসকান্ড ঘটিয়ে সাড়া ফেলে দেয় বিশ্বে। অন্যান্য জঙ্গি সংগঠন থেকে আই এস জঙ্গি সংগঠনে সদস্যরা যুক্ত হতে থাকে। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, ভারত ও আই এসের টার্গেট। তাই সব রাজ্যকেই সতর্ক করা হয়েছে। এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহারিন, দুবাই, কাতার প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে কাজের টোপ দিয়ে অনেক এজেন্সি পোস্টারিং ও বিজ্ঞাপন দেয়। এর মধ্যে অনেক এজেন্সি আই এসের দালাল চক্রের যুক্ত থাকতে পারে বলে অনুমান করছে গোয়েন্দারা। তাই এই বিজ্ঞাপনগুলির এজেন্সিগুলোও এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নজরদারিতে আছে। এ রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিম যুবকদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে অনেক চাকরি দেবার এজেন্সি জঙ্গি সংগঠনের হয়ে কাজ করছে।

ইনডোর বন্ধ, আউটডোর ধুঁকছে, দুর্ভোগ মানুষের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

হতভাগ্য গোবরডাঙা হাসপাতাল

উত্তর চব্বিশ জেলার গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালটিকে জেলাপরিষদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করার দাবিতে চলছে আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলন সংঘটিত করে আসছে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদ। গোবরডাঙা ও নিকটবর্তী এলাকার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই উপসহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ৩০ শয্যার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে উন্নীত করতে সম্মত হয়। স্টেট জেনারেল হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ৬ বিঘা জমি দান করা হয়। বরাদ্দ করা হয় অর্থও। হাসপাতালের জন্য বাড়ি ও স্টাফ কোয়ার্টারও তৈরি হয়। কিন্তু এরপরই কোনও অজ্ঞাত কারণে তৎকালীন সরকার স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিবর্তে, গ্রামীণ হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত এলাকার মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ‘সরকারের হাসপাতাল চালানোর ক্ষমতা নেই’ এই অজুহাতে তথাকথিত গ্রামীণ হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এলাকার মানুষের প্রবল আপত্তিকে উপেক্ষা করেই ২০০১ সালের ১৭ জানুয়ারি গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালটির উদ্বোধন হয়। নামে গ্রামীণ হাসপাতাল হলেও মৌলিক নীতিগুলিও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হতে থাকে। ফলে দৈনিক আউটডোর টিকিট একবারের জন্য ৫টাকা ও দিনের অন্য সময়ে একবারের জন্য ১০ টাকা নেওয়া হয়। এছাড়া ইনডোর বেড ভাড়া ৩০ টাকা হলেও রোগীদের কোনও খাবার দেওয়া হয় না। স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সহ চোখ দাঁত ইত্যাদির কোনও বিশেষজ্ঞও ছিল না। এমতাবস্থায় দীর্ঘ আন্দোলনের পরবর্তীতে রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসে। সরকারের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা হাসপাতালের উন্নয়নে মত প্রকাশ করেন। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য প্রমুখ হাসপাতালের পক্ষে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ২০১৪ সালে হাসপাতালের ইনডোর বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়।

চলতি বছরের গত ১৫ জুলাই গোবরডাঙা শ্রী চৈতন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে গণ অনশনের সিদ্ধান্তে নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়। হাসপাতালের উন্নয়নের দাবিতে এবং অনশনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় সহ প্রবীর মজুমদার, দিলীপ রায়, পীযূষ রায়, অপূর্ব বিশ্বাস, গোবিন্দ মণ্ডল, বাপি ভট্টাচার্য, অসীম মজুমদার, দীপক দাঁ, আকবর মণ্ডল, গৌতম পাল, জয় রায় প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমাজসেবী। পরবর্তীতে গোবরডাঙা রেল স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে ১২ ঘন্টার অনশন পালিত হয়। এতে বহু মানুষের সমর্থন মেলে। এছাড়া দুর্গাপুজোর আগে উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক মনমিত নন্দাকে এ বিষয়ে স্মারকলিপিও দেওয়া হয় বলে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ সত্ত্বেও গোবরডাঙা পুর এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পঞ্চায়েত এলাকাবাসীদের নিয়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ আজও হাসপাতালের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। কারণ টিম টিম করে কোনও মতে চলা আউটডোর বিভাগটিও বর্তমানে প্রায় বন্ধের মুখে। এ বিষয়ে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এ সত্ত্বেও গোবরডাঙা পুর এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পঞ্চায়েত এলাকাবাসীদের নিয়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ আজও হাসপাতালের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। কারণ টিম টিম করে কোনও মতে চলা আউটডোর বিভাগটিও বর্তমানে প্রায় বন্ধের মুখে। এ বিষয়ে গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রতিবেদককে বলেন, ‘আমরা পুজোর আগে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। সম্প্রতি উৎসবের পর্ব মিটেছে। এবার দেখা যাক প্রশাসন কি পদক্ষেপ করে। সেই বুঝে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি নেব।’ গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত বলেন, প্রায় ছ’বিঘা জমি জুড়ে তৈরি হয়েছে এই হাসপাতাল। অনেকদিন আগে দিবা–রাত্র চলত। ইনডোর–আউটডোর সবই ছিল। এখন শুধু আউটডোরটুকু চলছে। তবে তা না চলার মতন। পরিকাঠামো যা রয়েছে তা একটি মহকুমা হাসপাতাল চলার উপযুক্ত।’ কিন্তু কেন চলছে না, এ বিষয়ে জেলা পরিষদের কর্তাদের প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এটিকে অধিগ্রহণ না করা পর্যন্ত এভাবেই চলবে। এই মর্মেই উত্তর পাওয়া বলে সুভাষ দত্ত প্রতিবেদককে জানান। গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সম্পাদক দীপক কুমার দাঁ বলেন, ‘এখানে হাসপাতাল থেকেও নেই। হাসপাতালের অভাবে এতদঞ্চলের প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষকে আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা পেতে দুর্বিষহ দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।’

চিনকে ছাপিয়ে যেতে পারে ভারতীয় বাজার

ভিশন–২০২০'র লক্ষ্যে দেশের অর্থবাজার

শুদ্ধাশিস গুহ

মাছ বাজারের হল্লা শেয়ার বাজারে যে হয় না তা নয়। বরং যখন এই বাজারে তেজি ভাব থাকে তখন কান পাতলেই শোনা যায় ট্রেডারদের উচ্ছ্বাসের ভরপুর শব্দ। সেটাই ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যায় যখন বাজার পড়তে শুরু করে। এই যেমন ভারতীয় শেয়ার বাজারে একটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল বিহারের নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবির পর। অথচ মাত্র বছর খানেক আগেই ছবিটা ছিল পুরোপুরি অন্য। বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদিকে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী প্রোজেক্ট করার পর থেকেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে শুরু হয়েছিল আনন্দের ফোয়ারা। যে বা যারা সে সময় শেয়ার কিনেছেন তারা মাত্র ক'মাসের ব্যবধানে পুরো মালামাল হয়ে উঠেছিলেন। সেই আনন্দের রেশ বেশ অনেকদিন ধরে চলার পূর্বাভাস দিচ্ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। আগামী তিনবছর ভারত ভরপুর বুল মার্কেটের ওপর গুজরান করবে বলেও কত ভবিষ্যৎবাণী হল। যদিও আর পাঁচজন বাজারি জ্যোতিষীর মতো সেই পূর্বাভাস আপাতত ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যদিও এই এক্সপার্টরা বলছেন, এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। বুল মার্কেট বা তেজি বাজারেও এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে। সুতরাং এই দুঃসময় দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাই ভাল।

এই লেখা চলার সময় সাময়িকভাবে নিফটি ফের আট হাজারের দিকে এগোতে চাইছে। তাও আবার ৭৮০০–র সাপোর্টকে সামনে রেখে। প্রসঙ্গত, নিফটি এর আগে গত এক–দুমাসে বহুবার এই আট হাজারের কাছে এসেছে, তা ভেঙে ফেলার উপক্রমও করেছে। কিন্তু আবার উঠে গিয়েছে ওপরে। কিন্তু হালফিলে বেশ কিছুদিন যাবৎ আট হাজারের নিচে ঘর বানিয়েছে ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি।

আগেও একরকম বার্তা রটে গিয়েছিল ভারতীয় সূচক অনেকটাই নিচে, মানে সাত হাজারের মাঝামাঝি চলে আসতে পারে। রঘুরাম রাজনের আগের সুদ কমানোর সিদ্ধান্তে নয়া উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। এটা হতে পারে বিদেশি লগ্নিকারী বা এফ আই আই–রা নিজেদের সুবিধার্থে নিফটি–সেনসেক্সকে টেনে নামাচ্ছেন ক্রমাগত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে। কারণ আগেরবার মে মাসে নিফটি যখন ৮ হাজারে আসে তখন নিফটির ৪–৫ শো পয়েন্ট বাড়ার মূল কারিগর ছিলেন দেশীয় ট্রেডার বা ডি–আই আই–রা। আট হাজারে নিফটি আসার পর বেশ কিছুদিন বন্ধ হয়ে যায় বিদেশিদের শেয়ার বিক্রি। তার মানে এই নয় যে এফআইআই–রা শেয়ার কিনছিল। তারা একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছিল। ক্রমাগত খরিদ করে যাচ্ছিল দেশীয় লগ্নিকারী সংস্থাগুলি। মনে হয়েছিল সুদের হার কমানোর জেরেই হয়তো এফআইআই–রা শর্ট কভার করছে। যদিও রেট কাটের পরে ফের তারাই বিক্রেতার আসনে। শুধু কী বিক্রি, ভরপুরভাবে নিফটি বেচে যাচ্ছে এরা। ফলে আতঙ্কিত বাজারে সবাই হাতের মাল বেচতে শুরু করেছে। আর বাজারও দ্রুতবেগে নিচে আসছে। বিদেশিদের এই লাগাতার বিক্রিতে ইন্টারভ্যাল কিছুতেই হচ্ছে না। যা যথেষ্ট পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। ফলে নতুন বছরে সব নতুনভাবে শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছেন ট্রেডাররা। তাদের এই প্রার্থনা শেয়ারদেবতা শুনবেন কিনা তা জানা যাবে সময় এলেই। এখনও পর্যন্ত বিদেশিদের তরফ থেকে কোনও গ্রিন সিগন্যাল এসে উপস্থিত হয়নি। কবে তা আসবে সেটাও কেউ জানে না। ফলে চুপ করে থাকাটাই শ্রেয়।

অর্থনীতি

এখানে একটি কারণ আছে নিফটির ফের ৮ হাজারে আসার। হতে পারে আগের বার যে বিদেশিরা ওই রেঞ্জে কেনেনি তারাই ফের এই অবস্থানে সূচককে টেনে নামাচ্ছে পুনরায় এন্ট্রি নেওয়ার জন্য। আর এর পরেও বিক্রি না থামলে সাত–সাড়ে সাত হাজারের গল্প সত্যি হয়ে যেতে পারে। যদিও বাজারের গতিবিধি বোকা বানিয়েছে অনেক বিশেষজ্ঞকেই। বিশেষ করে বাজার পড়তে শুরু করেছে এমন এক দিনে যেদিন সাতসকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন ফের সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস। গত জানুয়ারিতে এরকম এক সুদের হার কমানোর খবরে ভারতীয় অর্থ বাজার খুব দ্রুত সাড়া দেয়। যদিও সেটি ছিল বহুবছর পর সুদ কমানোর পদক্ষেপ। প্রত্যাশিত ছিল ভারতীয় বাজারের ইতিবাচক সাড়া প্রদানের। এমন একটা সময় ভারতীয় বাজার এই খবরে সাড়া দেয় যখন নিফটি আট হাজারের ঘর ভেঙে নতুন নিম্নমুখী অবস্থান নিয়েছিল।

যদিও দেশের শেয়ার বাজারের এই পতনকে বা সাত হাজারের ঘরে নিফটি থাকাটা সাময়িক বলে আখ্যা দিয়েছেন কিছু বিশেষজ্ঞ। এদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পতনের জন্য ভারতের বাজার ওভারসোল্ড জোনে চলে গিয়েছিল, ফলে এই ঘুরে দাঁড়ানোটেকনিক্যাল কারণেই সম্পন্ন হল। এর সঙ্গে আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে এমন কিছু উপাদান আসবে যা বাজারের ভালো হয়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করবে। এই অংশের কথানুযায়ী নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর প্রায় এক বছর কেটে গেলেও দেশে সেভাবে কোনও ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে বাজারের যে উত্থান হয়েছিল সেটাই অনেক ছিল, প্রত্যাশার অনেক ওপরে। বাজার আশা করে রেজাল্ট বা ফলাফলের। সেদিক থেকে এখনও পর্যন্ত এই সরকার শেয়ার বাজার তথা লগ্নিকারীদের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। তাই এই পতনের গ্রাফ খুব স্বাভাবিক। যা আগামীদিনে অব্যাহত থাকার জোরদার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে।

বিদেশিদের আশাভঙ্গ করাতেই ভারতীয় বাজারে পতনের সুনামি পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে বক্তব্য এই নেতিবাচক মনোভাব পোষণকারীদের। এমনকি আট হাজারের ঘর থেকে ভারতীয় নিফটি ঘুরে দাঁড়ানোর পর তা খুব বেশি হলে ৮৫০০–র কাছাকাছি যেতে পারে বলে বিশ্বাস এই শেয়ার তার্কিকদের। এর আগেও ওই আট হাজার পাঁচশোর কাছ থেকেই ঘুরে গিয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। মানে নিচে চলে এসেছিল বাজার। এমন হলেও হতে পারে আগামী কিছুদিন ভারতীয় শেয়ার বাজার একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করল। সেক্ষেত্রে ওপরে খুব বেশি হলে ৮৫০০–৮৬০০, আর নিচে সেই ৭৫০০ হয়ে উঠবে বেসমেন্ট লেবেল। এই সীমারেখার মধ্যে বাজার ঘোরাফেরা করতে পারে অনেকদিন ধরেই।অন্তত এই বছর আর নতুন করে বিরাট কিছু অগ্রগমন দেখা যাবে না বাজারে। কারণ সামনেই আবার ডিসেম্বর মাস। যা চিরাচরিতভাবে বিদেশিদের বেচার মাস বলে চিহ্নিত। ফলে এই সময়কালের মধ্যে বাজারের পরিস্থিতি অভূতপূর্বভাবে ঘুরে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই যেসব সমীক্ষক সংস্থা এই বছর অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষে নিফটিকে ১০৪০০ র উচ্চতায় দেখছিলেন তারা হয়তো বিরাম নিয়েছেন এখন। তা বলে আশা ছাড়লে চলবে না। মানে এই উচ্চতা যে ভারতের বাজার দেখাবেই তা স্পষ্ট। সেজন্য নতুন বছর ২০১৬ তে নয়া ভরসা এবং বল বুকে নিয়ে বিনিয়োগ করা যেতেই পারে। হয়তো দেখা গেল এই সময় থেকেই প্রেক্ষাপট আমূল পালটে গেল।

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশেই মতে যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে (বিশ্বযুদ্ধ বা বড়সড় কোনও পরিবর্তন না ঘটলে) তা হলে ২০২০–২০২২–এর মধ্যে ভারতের বাজার তার চরম সীমায় বিচরণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ৭০ হাজারের ঘরে চলে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। একইভাবে নিফটিও চলে যেতে পারে ২৫ হাজারের ঘরে। আর সেদিকে নজর রেখে এখন থেকেই ভাবনাচিন্তা করা উচিত। বিশেষ করে ভারতের বাজারে ফার্মা বা ওষুধ এবং গাড়ি ও গাড়ির অনুসারি শিল্পের শেয়ার বাড়ার বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এই দুই সেক্টরের বাইরে আইটি বা তথ্য প্রযুক্তি এবং অতি অবশ্যই ব্যাঙ্কিং শেয়ারগুলির বাড়ার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সেক্টরের ভালো কোম্পানিতে কিছু কিছু করে বিনিয়োগ করা থাকলে একটা সময়কালে ভালো মাপের অর্থ রোজগার করা সম্ভব।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ নভেম্বর – ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কলকাতা পুলিশে লেডি সহ ১১৬৭ কনস্টেবল নিয়োগের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১,১৬৭ জন কনস্টেবল (পুরুষ) ও লেডি কনস্টেবল নেবে কলকাতা পুলিশ। মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। প্রার্থী বাচাই করবে কলকাতা পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

ক্যাটেগরি অনুসারে কনস্টেবলের শূন্যপদ : সাধারণ ৫৮৩, তফসিলি জাতি ২৩৪, তফসিলি উপজাতি ৬৪, ওবিসি–এ ১০৬, ওবিসি–বি ৭৪। এই শূন্যপদগুলিতে শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

ক্যাটেগরি অনুসারে লেডি কনস্টেবলের শূন্যপদ : সাধারণ ৫৯, তফসিলি জাতি ২৩, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি–এ ১১, ওবিসি–বি৭।

মোট শূন্যপদের ১০ শতাংশ কলকাতা পুলিশে কর্মরত হোমগার্ড প্রার্থী, ৫ শতাংশ প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ২ শতাংশ দক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। কলকাতা পুলিশে কর্মরত হোমগার্ড এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়েসের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে – উচ্চতা ১৬৭ সেমি (তফসিলি উপজাতি, রাজবংশী ও গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফসিলি উপজাতি, রাজবংশী ও গোর্খাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে– উচ্চতা অন্তত ১৬০ সেমি (তফসিলি উপজাতি, রাজবংশী ও গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি) উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা : প্রার্থীকে নির্দিষ্ট বিভিন্ন খেলাধূলার যে–কোনওটিতে অল ইন্ডিয়া স্কুল গেমস ফেডারেশন আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অথবা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অথবা রাজ্য বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে।

খেলাধূলার নির্দিষ্ট ইভেন্টগুলি হল : অ্যাথলেটিক্স (ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টসহ), ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, সুইমিং, টেবিল টেনিস, ভলিবল, টেনিস ওয়েট লিফটিং, রেসলিং, বক্সিং, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, জুডো, রাইফেল শুটিং, কবাডি, খো কো।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে : পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ৬ মিনিটে ১,৬০০ মিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষায় ডাকা হবে। ১ ঘন্টার পরীক্ষায় মোট ৯০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জেনারেল নলেজ, জেনারেল ইংলিশ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ও অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড।

লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউয়ে প্রার্থীর সাধারণ সচেতনতা এবং পুলিশ বাহিনীতে চাকরির উপযুক্ততা যাচাই হবে। সবশেষে নথিপত্র যাচাই ও মেডিকেল টেস্ট।

বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। এই নিয়োগের এমপ্লয়েন্ট নোটিস নম্বর : 02/2015/KPRB.

অনলাইন ও অফলাইন – দুই পদ্ধতিতে দরখাস্ত করা যাবে। অফলাইন দরখাস্তের ক্ষেত্রে ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে কলকাতা পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই ওয়েবসাইট থেকে : www.kprb.kolkatapolice.gov.in 'অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম' বারে ক্লিক করলে অনলাইন উইন্ডোর সঙ্গে অফলাইন ফর্ম ও অফলাইন দরখাস্ত পূরণসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। কম্পিউটারেই অফলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলমগুলি পূরণ করতে হবে। তারপর 'সেভ অ্যান্ড ডাউনলোড'–এ ক্লিক করলে ৮ সংখ্যার অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর–সহ পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দেখাযাবে। এই নম্বরটি টুকে রাখবেন। পূরণ করা দরখাস্তে একটি বার কোডও পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিতে হবে এ–ফোর মাপের ও ৭৬ জি এস এম কাগজে, মনো লেজার জেট প্রিন্টার ব্যবহার করে। অন্তত ৬০০ ডিপিআইয়ের প্রিন্ট হতে হবে। ৬ টাকার বিনিময়ে কোনও তথ্যমিত্র কেন্দ্র থেকেও এই ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নেওয়ার কাজটি করা যেতে পারে।

ফি বাবদ 'Kolkata Police Recruitment Bond'–এর অনুকূলে ১৫০ টাকা জমা দিতে পারেন ই–পেমেন্টের সুবিধাযুক্ত কোনও পোস্ট অফিসে। রাজ্য জুড়ে ৩৮৮টি পোস্ট অফিসে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। 'ইন্ডিয়া পোস্ট চালান ফর্ম সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওয়েবসাইট থেকেই এই চালান ফর্ম পাওয়া যাবে। এই ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গাগুলি পূরণ করে নিয়ে যেতে হবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ পোস্ট অফিস নেবে ১০ টাকা। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কোনও শাখাতেও ফি দেওয়া যাবে চালানোর মাধ্যমে। অফলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড করার সময়েই এই চালান পাওয়া যাবে। চালান ডাউনলোড করার পরের কাজের দিন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাবদ ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত ২০ টাকা নেবে। তফসিলিদের ফি লাগবে না।

দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ৪.৫x৩.৫ সেমি মাপের একটি রঙিন ফটো সেঁটে দিতে হবে। ফটো আঠা দিয়ে সেঁটে দিতে হবে। ফটো প্রত্যায়িত হওয়ার দরকার নেই। দরখাস্তের সঙ্গে নথিপত্র পাঠাতে হবে না।

দরখাস্ত ভরা খামের মাপ হতে হবে ৩২x২২ সেমি। খামের ওপর লিখবেন : 'Name of the recruitment : Recruitment to the posts of Constable/Lady Constable in Kolkata Police : Name of the Post : Constable/Lady Constable. Application Sl. No. ------ শূন্যস্থানে অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর লিখবেন। প্রার্থী অনুসারে একটিই পদের নাম লিখবেন।

সাধারণ ডাকে ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছনো চাই এই ঠিকানায় : Member Secretary, Kolkata Police Recruitment Board, 112, Ripon Street, New Wireless Building, 3rd Floor, Kolkata–700 016. নিজে এই ঠিকানায় গিয়ে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে না।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kprb.kolkatapolice.gov.in.

অনলাইন দরখাস্ত করতে বসার আগে পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই স্ক্যান করার পরে সেভ করবেন, দরখাস্তে আপলোড করতে হবে। দরখাস্তের পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যও পাবেন এই ওয়েবসাইটেই। ফি বাবদ দিতে হবে ১৫০ টাকা। তফসিলিদের ফি লাগবে না। ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি ফি দেওয়া যাবে। সার্ভিস চার্জ বাদে লাগবে অতিরিক্ত ৫ টাকা। তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও ২০ টাকার অতিরিক্ত চার্জের বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কোনও শাখাতেও ফি জমা দেওয়া যাবে চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করার পরের কাজের দিন ব্যাঙ্কে ফি জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ২০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পরে একই ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে 'মাই অ্যাকাউন্ট' পেজে লগ অন করে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার ১ দিন পরে দরখাস্ত সাবমিট করবেন। তফসিলিদের ফি লাগবে না। অনলাইন দরখাস্তের শেষ দিন ১৯ ডিসেম্বর।

দরখাস্ত করতে বসার আগে দরখাস্তের নিয়মকানুন খুঁটিয়ে দেখে নেবেন। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে রাজ্যের তথ্যমিত্র কেন্দ্রগুলির তালিকা পাবেন।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সোম থেকে শুক্র সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা (শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো) পর্যন্ত ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ৮০১৩০–৩৩০১১, ৮০১৩০–৩৩০২২।

কাজের খবর

মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেসে ৭৬২

গত সংখ্যার পর

সময়সীমা ২ ঘন্টা। অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিন থাকবে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন ইংরেজির বড় হাতের হরফে নিজে লিখে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- দুকপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটো দুটি দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দিতে হবে।
- বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ২৭ টাকার ডাকটিকিটে সাঁটানো ২৮x১২ সেমি মাপের দুটি খাম।
- যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাডমিট কার্ড।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর ইংরেজির বড় হাতের হরফে যে পদের জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম ও প্রার্থীর ক্যাটেগরি লিখে দেবেন।

২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে যে এরিয়ার শূন্যপদে আবেদন করবেন, সেখানকার নির্দিষ্ট ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছতে হবে। এরিয়া অনুসারে ঠিকানা

কিরকি : Commander Works Engineers, Kukee Range Hills, Kirkee, Pune–411003, Maharashtra.

দেওলালি : Commander Works Engineers, Onslow Road, Deolali, Maharashtra–422 401.

ভাস্কো : Commander Works Engineers (Nevy), Vasco–Do–Gama, Goa–403 802.

ওয়েলিংটন : Commander Works Engineers, Wellington, Barracks Post, The Nilgiris, Tamil Nadu – 643 231.

ব্যাঙ্গালোর : Commander Works Engineers (Army), Banglore, 101, Dickenson Road, Bangalore, Karnataka–560 042.

এঝিমালা : Commander Works Engineers (Eshimala) Naval Academy Post, Kannur–District, Kerela 670 310.

পোর্ট ব্লেয়ার : Commander Works Engineers Military Engineers Services, Manniebey, Junglighat –PO Port Blair, Andaman & Nicobar–744 103.

নাগপুর : Commander Works Engineers (Nagpur). AFI Building, Nehru Marg, Nagpur, Maharashtra–440 001. খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.mes.gov.in **শেষাংশ**

যুব জনতার চাঙ্গা সঙ্কেত

মলয় সুর : সারা দেশের কাছেই যা এক বিরাট বার্তা। মেরুকরণের রাজনীতিকে ঠেকিয়ে দিল সামাজিক ন্যায়ের শক্তি। বিহারে আরও একবার মন্ডল রাজনীতির কাছে আটকে গেল কমন্ডলু রাজনীতি। দ্বিধাহীন রায়ে বিহার থাকছে নীতিশকুমারের হাতেই। টানা তিনটি বিধানসভা নির্বাচনে জয়। এদিন এই কথাগুলি বলেন সারা ভারত যুব জনতা দলের সম্পাদক সঞ্জীব মহন্তি। গত ২২ নভেম্বর রবিবার বিকালে হাওড়া ময়দানে দলের নিজস্ব পার্টি অফিসে এক কর্মী সভার আয়োজন হয়। এদিন রাজ্যের জনতা দল ইউনাইটেডের নেতা অশোক কুমার দাস এ বিষয়ে বলেন, কারও সঙ্গে কারও বিভেদ সৃষ্টি না হয় সেদিকে সকলকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। মনের বিকারকে ধ্বংস করে সমাজের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি এও বলেন, বিহারে যেমন নীতিশকুমারের সংযুক্ত জনতা দল হাত মিলিয়ে বিজেপিকে রুখে বিপুল জয় পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও বিহারের মতো তৃণমূল কংগ্রেসকে রুখতে মহাজোট গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে। বিহার নতুন দিশা দেবে সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার। ১৯৭৪ সালে এই দলের বলিষ্ঠ প্রবীণ নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে উত্তরপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছিলেন ।২১টি জেলায় কনভেনার তৈরি করা। নীতিশকুমারের নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি জাতপাতের রাজনীতির বিহারে খুব কাজে দিয়েছে। এরপর বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলার সভাপতি সোমা নন্দী।তিনি বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ম্যাচ ফিক্সিং চলছে। বিজেপি তৃণমূলকে সিবিআইয়ের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আক্রান্ত, ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা হচ্ছে। মৌলবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে যে উন্নয়ন হয়নি, মানুষ তা বুঝতে পেরেছেন। দলীয় নেতা বিনয় শংকর ওঝা বললেন, বিহারের লোহিয়া–জয়প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি দল। এই হাওড়া জেলাকে লন্ডনের শেফিল্ড নগরের সঙ্গে তুলনা করত। বর্তমানে ছোট বড় সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমন কি সবকটা জুট মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যা করছেন। জিনিসপত্রের দাম এত বেড়েছে যে মানুষ দু মুঠো ডালভাত সবজি খেতে পাচ্ছেন না। মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে আগামী ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে। দেশজোড়া এই বদলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গেও পড়বে। এছাড়া এদিন বক্তব্য রাখেন, সঞ্জয় দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কাউন্সিলর সুমন রানা, অমরজিৎ, ফুলমালি, সঞ্জীব ভট্টাচার্য প্রমুখেরা। ২০১৬–এ রাজ্যে বিধানসভা ভোটে কিছু আসন জিতে দলকে চাঙ্গা করা। তারপর ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে দলকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছানো।

হেরিটেজ হাওড়া রেল মিউজিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : পূর্ব রেলের রেল মিউজিয়াম রয়েছে হাওড়া স্টেশনের নিউ কমপ্লেক্সের কাছে। গঙ্গানদীর ধারে প্রতিষ্ঠিত ২০০৬ সালের ৭

এপ্রিল তৎকালীন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার আর কে গুপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিসপ্লে করল পূর্ব হাওড়া রেল মিউজিয়াম। এখানে রয়েছে বহু পুরানো সিগনাল ব্যবস্থা তৎকালীন টেলিফোন, ক্যামেরা, রেকর্ড, রেলের ম্যাগাজিন, টাইমটেবল, দেওয়াল ঘড়ি, এছাড়া রেলের বিভিন্ন আইটেম রেল মিউজিয়ামে দেখা যাবে। ছোট লাইনের ট্রেন এবং তার ইঞ্জিন। ব্যান্ডেল কাটোয়া লাইনের প্রথম ট্রেন। এর পাশাপাশি বর্ধমান–কাটোয়া সেকশনে ছোট ট্রেন। এই রেল মিউজিয়ামটি ঐতিহাসিক এবং হেরিটেজ সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ। এই সুন্দর সবুজ মখমল ঘাসে ভরাসাজানো ফুল গাছগাছালিতে ৪–৫ বিঘার উপর মিউজিয়ামটি অবস্থিত রয়েছে। এখানে EIR, ER, ECR, ECOR, SER, NFR, CLW এবং মেট্রো রেল কলকাতার বগি আছে। ১৫০ বছরের পুরানো দুর্লভ সিস্টেমে লোকো ইঞ্জিন, সেলুনকার, এছাড়াও অনেক পুরানো দিনের রেলের ইঞ্জিন দেখতে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে অনেক ভারতীয় শৌখিন মহারাজা বিলাসিতার জন্য রেলের সেলুন কার নিজস্ব ভাবে রাখত। এমন কি মহারাজা গোয়ালিয়রের সেলুনকার এই হাওড়া মিউজিয়ামে হাজির রয়েছে। অচেনা অজানা নয় ছোট শিশুদের ট্রয়ট্রেন চড়ার ব্যবস্থা করা রয়েছে।

তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ সূর্যকান্তের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। আক্রমণ যত বাড়বে প্রতিরোধ তত বাড়বে। আগামী কয়েক মাস বামপন্থীরা রাস্তায় থেকে সংগ্রাম আন্দোলন করবে। শনিবার ডায়মন্ডহারবারে বুনোরহাট থেকে সরিষা নারায়ণতলা পর্যন্ত একটি জাঠা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে এই

বার্তা দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।শুক্রবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে নারায়ণগড়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। শনিবার তিনি যখন ডায়মন্ড হারবারের জাঠায় সামিল হয়েছেন তখন বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে দলীয় নেতা, কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার খবর পান তিনি। জাঠা শেষে তিনি কথা বলেন বীরভূমের জেলা সম্পাদক রামচন্দ্র ডোমের সঙ্গে। রামচন্দ্র এবং দলের বিধায়ক অশোককুমার রায়, ধীরেন লেট আক্রান্ত হয়েছেন ময়ূরেশ্বরে। শাসক দলের লাগাতার আক্রমণে দল যে পিছু হঠবে না তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন বিরোধী দলনেতা। উল্টে প্রতিরোধ আরও তীব্র হবে বলে জানিয়ে দেন সূর্যকান্ত। কার্যত এদিন সূর্যকান্ত দলের নীচুতলার কর্মী–সমর্থকদের দাবি মেনে রাস্তায় থেকে প্রতিরোধের ডাক দেন। সূর্যকান্ত বলেন, 'ওরা মানুষকে ভয় পেয়েছে। তাই সারা পশ্চিমবঙ্গে আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূলের লোকজন। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম কোনও অংশে বাদ নেই। কিন্তু ওরা আক্রমণ করতে এলে মানুষ হটিয়ে দিচ্ছে। এই জাঠা আটকানোর ক্ষমতা ওদের নেই। মানুষের মিছিলের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে ওরা। যত আক্রমণের তীব্রতা বাড়বে প্রতিরোধ তত ব্যাপক হবে। আগামী বছর শুরু পর্যন্ত আমরা লড়াইতে আছি। সংগ্রামের ময়দান ছেড়ে আমরা যাচ্ছি না। তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলব। বীরভূমের নেতা রামচন্দ্র ডোমের সঙ্গে কথা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে ওই এলাকায় বড় জমায়েত করে আমরা সভা করব।' আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সূর্যকান্ত বলেন, 'এখন নির্বাচন নিয়ে কিছু ভাবছি না। সামনের বছরের শুরুতে এসব নিয়ে ভাবা যাবে।' তবে সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে এদিনও সূর্যকান্ত খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি তোপ দাগেন। সূর্যকান্ত বলেন, 'মন্ত্রী থেকেও মদন মিত্র জেলে ছিলেন। আমি বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম। দপ্তরের বাজেট কে পেশ করবেন। কেউ উত্তর দিতে পারেন নি। এখন মদন পদত্যাগ করেছেন। জেলে গিয়েছেন এবং মন্ত্রীত্ব খুইয়েছেন। সারদা কান্ডে যে হাজার হাজার কোটি টাকা আমানতকারীরা খুইয়েছেন তা আদায় করব। মদন তো কান। আমরা মাথাকে টানব। যিনি ডোলোর বাংলোয় সারদা কর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবির হিসেব আজও পেলাম না। আমরা সহজে ছাড়ছি না। মাথা ধরে টানতেই হবে।'

'তিন বছরে কাকদ্বীপে ২৮টি ধর্ষণ হয়েছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত তিন বছরে কাকদ্বীপে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিন্দনীয়। বুধবার কাকদ্বীপের হরিপুরের নিহত ছাত্রীর স্মরণ ও প্রতিবাদ সভায় এসে সেভ ডেমোক্রেসি ফোরামের পক্ষে এই কথা বলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। ফোরামের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, আইনজীবী ভারতী মুৎসুদ্দি, চিত্রশিল্পী সমীর আইচ, কবি মন্দাক্রান্ত সেন, শিক্ষক মইদুল ইসলাম ও গৌতম মণ্ডল। ছাত্রীর বাড়ির পাশে তিন মাথার মোড়ে আন্দোলনকারীরা আয়োজন করেছিলেন এই সভা। সভা শুরুর আগে থেকে মানুষের ভিড়ে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। যেদিকে চোখ যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। আন্দোলনকারীরা নিহত ছাত্রীরা স্কুল স্থানীয় বীরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনের মাঠে এই সভা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশি অনুমতি না মেলায় অপরিসর জায়গাতে করতে হয় সভা। সভায় আসার পথে এক কিমি আগে থেকে একাধিক জায়গা নিহত ছাত্রীর প্রতিকৃতি দিয়ে মোমবাতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা ছিল। কাতারে কাতারে মানুষ মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন নিহত ছাত্রীর বাবা মা। মঞ্চে উঠেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন তাঁরা। বিকাশরঞ্জন, অশোকরা বুকে জড়িয়ে নেন নিহতের বাবা মাকে। সভায় বিকাশরঞ্জন বলেন, 'আমাদের রাজ্যের রাজা মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতো। ধর্ষণকারীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন না। উল্টে লালন করে। এই রাজ্যের এক সেই ধারা এখন ক্রমবর্ধমান।' শিল্পী সমীর আইচ বলেন, 'কামদুনি, কাটোয়া, মধ্যমগ্রাম, কাকদ্বীপ সব আজ এক সারিতে নিয়ে চলে এল। কামদুনিতে যখন আন্দোলন করছিলাম তখন মাওবাদী, সিপিএম বলে দাগিয়ে দিয়েছিল এই সরকার। আসলে এই সরকার অসহিষ্ণু।' রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ভারতী মুৎসুদ্দি বলেন,

ধর্ষিত হলে কিছু করতে পারিনা। গত তিন বছরের কাকদ্বীপে ২৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা নিন্দনীয়।' সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন নারী নির্যাতন নিয়ে বর্তমান আইনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই পরিবর্তন করা যায়নি। একসময় এই রাজ্য নারীর সম্মান রক্ষায় দেশের প্রথম সারিতে ছিল। কিন্তু গত ২০১২ সাল থেকে সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে আমরা ক্রমে নারী নির্যাতনে প্রথম দিকে চলে আসি। 'এই রাজ্যের পুলিশকে বলা আছে ধর্ষণের মামলা নেওয়া যাবে না। সেইমত কাকদ্বীপের ঘটনায়ও পুলিশ ধর্ষণের মামলা নিতে রাজি হয়নি। এই পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে।' কবি মন্দাক্রান্তা সেন এই ঘটনা নিয়ে কবিতায় বলেন, 'ওরে মেয়ে একা মরিসনি তুই/মরিছিস তুই কাকদ্বীপে/শহিদের মৃত্যু বরণ করে রুখেছিস তুই নতুন কর।' অন্যদিকে কাকদ্বীপ চৌরাস্তার মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি আলাদা স্মরণসভা করা হয়। ঘটনায় ধৃত সহদেব পাত্রকে এদিন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

মাধ্যমিক ছাত্রী রানুর মৃত্যু নাড়িয়ে দিল প্রশাসনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার, ২১ নভেম্বর : কামদুনির ছায়া এবার কাকদ্বীপে। প্রাইভেট টিউশন থেকে ফেরার পথে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল। শুক্রবার রাতে লট নং–৮ কোস্টাল থানার সুভাষনগর এলাকা থেকে ছাত্রী রানু বিশ্বাস (১৬) ওরফে জ্যোতির দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে স্থানীয় বুদ্ধপুরের বাসিন্দা গোপাল হাজরাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত বলে অভিযোগ। খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রমাণ মিললে ধর্ষণের মামলা রুজু করবে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে ধর্ষণের মামলা রুজুর দাবিতে রানুর দেহ নিয়ে অবরোধ অনশন করতে শুরু করে গ্রামবাসীরা। অবশেষে আন্দোলনকারীদের টানা ৭২ ঘন্টার অদম্য জেদের কাছে হার মানতে হয় পুলিশের। সোমবার কাকদ্বীপের হরিপুরের নির্যাতিতা ছাত্রীর দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দেহ সৎকারে রাজি হয় পরিবার। খুনের পাশাপাশি গণধর্ষণের মামলা রুজু করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে আবেদন করা হয়। আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করে গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। নিহত ছাত্রী নাবালিকা হওয়ায় শিশু যৌন নিগ্রহ আইনেও মামলা রুজু হয়েছে। ডাকা হয় কাকদ্বীপ বন্‌ধ। সোমবার আন্দোলনকারীদের ডাকা বন্‌ধ সামান্য গণ্ডগোল দিয়ে শুরু হয়। রবিবার রাতে বনধের বিরোধিতা করে মিছিল করে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সেই মিছিল থেকে জনজীবন স্বাভাবিক রাখার আবেদন জানানো হয়।সকাল থেকে দোকানপাট খোলা ছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিহত ছাত্রীর বাড়ি থেকে একটি বিশাল মিছিল কাকদ্বীপ শহরে ঢোকে। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সরব এই মিছিল থানার দিকে এগিয়ে যায়।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন নির্যাতিতার মা, বাবা ও মামা। সেইসময় খুলে রাখা বেশ কয়েকটি দোকান জোর করে বন্ধ করে দেয় আন্দোলনকারীরা। এই সময় বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল হয়। পরে কাকদ্বীপের অধিকাংশ দোকান–বাজার বন্ধ হয়ে যায়। তবে এদিন নিহত ছাত্রীর স্কুল কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনে পঠনপাঠন বন্ধ ছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয় বার্ষিক পরীক্ষা। প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাস সহ স্কুলের সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষিকারা নির্যাতিতার বাড়িতে যান। তাঁরা পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। শিক্ষিকা শর্মিলা ঘোষ বলেন, 'নিজের কন্যা হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করছেন সমস্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা। বাকি দুষ্কৃতীদেরও গ্রেফতার করা হোক। এ ধরনের ঘটনা সার্বিকভাবে নারী শিক্ষার বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রশাসনকে আরও কড়া ও সদর্থক হতে হবে।' এরপর আন্দোলনকারীরা থানা ঘেরাও করেন। বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় থানা ঘেরাও। এইসময় নির্যাতিতার বাবা, মা সহ কয়েকজনকে থানায় ডেকে নেয় পুলিশ। শুরু হয় বৈঠক। আন্দোলনকারীদের দাবির অনেকগুলো মেনে নেয় পুলিশ। কাকদ্বীপ মহকুমা পুলিশ অফিসার শিবপ্রসাদ পাত্র বলেন, এই ঘটনার তদন্তের জন্য একটি তদন্তকারী দল করা হয়েছে। দলে থাকছেন জেলার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরি জানিয়ে দিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের দাবি মেনে গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হবে। সেইমত এদিন আদালতে মূল মামলায় গণধর্ষণ–সহ কয়েকটি ধারা যুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়। এখন থেকে এই মামলার শুনানি হবে আলিপুরের বিশেষ আদালতে। এদিন নির্যাতিতার বাড়িতে আসেন বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য। তিনি পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে আসার সময় কয়েকজন গ্রামাবাসী তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ দেখান। এই মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি না করার আবেদন জানান তাঁরা। এদিন সন্ধেয় বাম ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ সহ জেলার বিভিন্ন বাজার, গঞ্জে মোমবাতি মিছিল করা হয়।

বধূ হত্যায় ধৃত স্বামী ও শ্বশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার দক্ষিণ শিবপুরে। গত চার বছর আগে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। দীর্ঘদিন ধরে স্বামী স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করত এমনকি শ্বশুরও মদ্যপ অবস্থায় এসে মৌমিতা গুছাইতকে মারধর করত। মূলত আর্থিক লেনদেন নিয়েই বিবাদ। বহুবার এই ঘটনার পর দুপক্ষকে নিয়ে গ্রামবাসীরা একটি সালিশি সভা করে কিন্তু তাতে কিছু লাভ হয় নি। পরে চলতি মাসের স্বামী শশাঙ্ক গুছাইত ও শ্বশুর সন্তোষ গুছাইত ১২ তারিখে মদ্যপ অবস্থায় এসে প্রচুর মারধর করে ও গায়ে কেরোসিন তেল দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে মৌমিতার পরিবারের তরফে। পরে মৌমিতা গুছাইতকে এম আর বাঙ্গুরে ভর্তি করা হয়। সেখানে সে মারা যায়। স্ত্রী বাড়ির লোকের অভিযোগে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করে। পরে তাদেরকে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়।

আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ রাজনগর বাণীনিকেতন বিদ্যাপিঠে নবম শ্রেণির ছাত্রী ১৬ বছরের অঙ্কিতা নায়েক পারিবারিক অন্তর্কলহের কারণে গত ২৬ নভেম্বর আত্মঘাতী হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রথমে কাকদ্বীপ হাসপাতাল ও পরে এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ কারণ খতিয়ে দেখছে।

মহানগরে

কলকাতার ৮৫টি ওয়ার্ড ভ্যাটমুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরকে ভ্যাটমুক্ত করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য বিদ্যুৎচালিত 'কমপ্যাক্টর স্টেশন' বা 'আবর্জনা মোচন কেন্দ্র' ২০১৪ থেকে শহরের বিবিধ প্রান্তে গড়ে তোলা হচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, এ পর্যন্ত শহরে ৫০টির মতো এমন স্টেশন গড়ে উঠেছে। আগামী মার্চের মধ্যে পরিকল্পনা মাফিক বাকি আরও ৩৪টি স্টেশন গড়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রতি স্টেশনে কমপক্ষে দু'টি যন্ত্র রয়েছে। কোনওটিতে আবার তিন–চারটি করে যন্ত্রও বসানো হয়েছে প্রয়োজনের স্বার্থে। পুর সূত্রে খবর, একটি কম্প্যাক্টর স্টেশন গড়ে তুলতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রসঙ্গত, প্রতি স্টেশনে দৈনিক ১৬–২০ মেট্রিক টন জঞ্জাল প্রয়োজন হয়। এগুলি ছাড়াও পুরসভার আরও ৩৮টি ভ্রাম্যমান কম্প্যাক্টর ভ্যানও জঞ্জাল অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক একটি ভ্যানের দাম ৩৮ লক্ষ টাকা। পিআইবি (কলকাতা) সূত্রে খবর, এতো সবের পরও এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫০–৫৫ শতাংশ আবর্জনা খোলা ভ্যাট রয়ে গিয়েছে।

রাতে বেআইনি পার্কিং করলে চাকায় লাগবে 'হুইল ক্ল্যাম্প'

বরুণ মণ্ডল

প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে জরিমানা আদায়ে নামার পর কলকাতা পুরসভা এবার রাতের কলকাতায় যত্রতত্র বেআইনি কার পার্কিং নিয়ন্ত্রণে চাকায় 'হুইল ক্ল্যাম্প' লাগিয়ে বড়ো মাপের জরিমানা আদায়ে নেমেছে। পুর পরিকল্পনা, রাতে শহরের 'নাইট পার্কিং জোন' বাদে অন্য কোথাও কার পার্কিং হলেই পুর কার পার্কিং দফতরের আধিকারিকরা কলকাতা ট্রাফিক পুলিশকে সঙ্গে না নিয়েই কেবল নিজেরা অভিযানে বেরিয়ে নিয়ম ভাঙা

সেই গাড়ির মালিকের কাছ থেকে বড়ো মাপের সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ছ' হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা পার্কিং হওয়া গাড়িগুলির চাকায় 'হুইল ক্ল্যাম্প' লাগিয়ে আটক করার পর রাস্তার পাশেই গাড়িটিকে রেখে দেবে। তারপর হবে। পুর ভাবনা অবৈধ পার্কিং বন্ধ করার এটাই হবে সবচেয়ে সঠিক পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, এতদিন রাতে বেআইনি গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য কেবল মাত্র ট্রাফিক পুলিশের হাতেই 'হুইল ক্ল্যাম্প' পরানোর অধিকার ছিলো। এবার থেকে দু'সংস্থাই আলাদা আলাদা ভাবেই এ কাজ করবে। কলকাতা পুরসভা পুলিশের সাহায্য নিতে নারাজ। কারণ এই পুলিশের কাছ থেকেই নির্দিষ্ট জায়গায় অভিযানের খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় পুর আধিকারিকদের হতাশ হয়ে পুরসভায় ফিরে আসতে হতো। উল্টে পুরসভার মোটা মাপের অর্থ ব্যয়ে ছাড়া কাজের বেলায় শূন্য হাত ছাড়া কিছুই থাকতো না। কার পার্কিং দফতরের হাতে এমন ভুঁড়ি ভুঁড়ি তথ্য রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত বেআইনি কার পার্কিং রুখতে পুর কার পার্কিং দফতর ব্যর্থ এমন অভিযোগ এই দফতরকে বারংবার গিলতে হচ্ছে। এনিয়ে তুলোধনা হচ্ছে। তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই কার পার্কিং দফতরের আধিকারিকদের ভাবনায় 'হুইল ক্ল্যাম্প' লাগানোর ভাবনা মাথায় আসে।

কার কত জরিমানা : স্কুটার ও বাইক ৫০০ টাকা, অটো ১,৫০০ টাকা, মিনিবাস ৩,০০০টাকা, খালি বাস ও ট্যাঙ্কার ৩,৫০০টাকা, যাত্রী বোঝাই বাস ৪,০০০টাকা, লরি ৪,৫০০ টাকা এবং ট্রেলার ৬,০০০ টাকা।

১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি অর্থবর্ষে ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে কলকাতার ১–১৪৪ নং ওয়ার্ডে ৪০ মাইক্রোনের কম পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, ১ ডিসেম্বর থেকেই কলকাতা পুর এলাকায় ৪০ মাইক্রোনের কম পুরু প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহারকারীকে ঘটনাস্থলেই ৫০ টাকা জরিমানা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পুরসভা সচেতন যে জরিমানা নিয়েই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই পুরসভা কলকাতা মহানগরবাসীদের প্লাস্টিকের বিষয়ে সাধারণ একটা চেতনা গড়ে তুলতে ব্যাপক প্রচার কার্য শুরু করেছে। আসলে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রধান শত্রু হচ্ছে এই প্লাস্টিকের ব্যাগ। এইসব ব্যাগ নিকাশি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মধ্যে ঢুকে নিকাশি নালার জল যাওয়ার রাস্তা রুদ্ধ করে দেয়। এ বিষয়টি পুরসভা দীর্ঘদিন নাগরিকদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছে। এবারে পুরসভা কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। তবে আগেও একাধিকবার পুরসভা এই উদ্যোগ নিলেও তা অচিরেই মাঠে মারা যায়। এবার তা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা প্রশ্নের মুখে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২৮ নভেম্বর – ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

‘বিশ্ববাংলায়’–নারী নির্যাতন বন্ধ হোক

পশ্চিমবাংলায় আবার কী জঙ্গলের রাজত্ব শুরু হল? এমন প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে ক্রমশ দানা বাধছে। রাজনৈতিক হানাহানি, অসংসদীয় শব্দ প্রয়োগ, এমন কী নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কেলেঙ্কারীর খবর, আধুনিক গণমাধ্যমের কল্যাণে শহর–গ্রাম সর্বত্রই দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক নারী নির্যাতন আর খুনের সংবাদ আসছে। প্রায় সর্বত্রই উঠছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা কিংবা শাসক ঘনিষ্ঠ অপরাধী সংক্রান্ত অভিযোগ। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ওপরও নেমে আসছে অপরাধীদের নির্মমতা। অতীতে রাজ্যপাল যে ‘হার হিম সন্ত্রাস’ এর তত্ত্ব নিয়ে এসেছিলেন তার কাছাকাছি ভাবনা উস্কে দেয়। পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, কাকদ্বীপ প্রভৃতি দীর্ঘ তালিকায় বাংলার ঐতিহ্য, নীতি নৈতিকতার ওপর প্রশ্ন চিহ্ন চলে আসছে। এক সময় ধানতলা, বানতলা রাজ্যকে কলঙ্কিত করেছিল। ভারতে বাংলার মান সম্মান সেদিন লুণ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববাংলার ভাবমূর্তি তুলে ধরতে নানা প্রকল্প, পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন অব্যাহত। মোদির বেটি বাঁচাও কিংবা মমতার কন্যাশ্রী সর্বত্রই যে লক্ষ্য ও যে ভাবনা কাজ করছে তা নারীশক্তি নারীজাগরণের বার্তা দেশে ও বিদেশে দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেশের নারী শক্তির অপমান ঘটছে এবং তা বারংবার।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের মরিচবাড়ি এলাকার জনৈক ছাত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পের সাইকেল ফিরিয়ে দিয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে ছাত্রীদের নিরাপত্তার দফারফা মনে এনে। কলকাতা শহরে নয় এই প্রতিবাদ এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। খোদ কলকাতায় ছোটখাটো নানা ঘটনা ঘটে যায়। রাজ্য রাজধানীতে উৎসব মেলার আবহে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেও তা কাগজের খবর হয় না কারণ তাতে সামাজিক সমস্যা অনেক। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে চলেছে। গুজরাটেও এমন বিধি চালু হয়েছে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান অপরাধ দমনে এমন দাওয়াই এর ভাবনা ভাবতে পারেন। হাসপাতালে অবহেলায় শিশু মৃত্যু এও এক অপরাধ। মুখ্যমন্ত্রী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

মূল কথা অপরাধীরা শাস্তি পাক। বিশেষ করে নারী ঘটিত নানা অপরাধে দলীয় প্রশ্রয়ের কারণে প্রশাসন অসহায় হয়ে যাচ্ছে। এ চিত্র বন্ধ হওয়া দরকার। রাজ্যে যাতে কোনও ছাত্রী কোনও মহিলা অসম্মান, অসহায়তার শিকার না হন তা জরুরিকালীন ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হোক নইলে বাংলা সারা দেশের চোখে, বিশ্বের চোখে কলঙ্কিত বিশ্ববাংলায় পরিণত হবে।

অমৃত কথা

ভগবানকে আত্ম বা সর্বস্ব অর্পণ করে অনুরক্তা স্ত্রীর মতো তাঁকে ভালোবাসার নাম মধুর ভক্তি। আত্মসমর্পণ নানাবিধ ভাবে হয়ে থাকে, কিন্তু মধুর বললে সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর ভাবকেই বোঝায়। এর উপমা একমাত্র শ্রীরাধা। এই ভক্তিতে নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠে থাকে এবং মহাভাবাদি প্রকাশ পায়। মহাভাব বলতে শ্রীমতীকেই বুঝিয়ে থাকে। আট প্রকার ভাবের সমষ্টিকে মহাভাব বলে। পুলক, হাস্য, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বিবর্ণ, যুগপৎ উন্মত্ততা ও মৃতবৎ হওয়া। ভগবানের উদ্দেশ্যে ওই আট প্রকার লক্ষণ শ্রীরাধা ভিন্ন আর কারও দেহে প্রকাশ পায়নি। যাতে ওই লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় তাঁকেই শ্রীমতী জানতে হবে। শ্রীমতী ভূমন্ডলে

যখন অবতীর্ণ হলেন, তখন তিনি কৃষ্ণের মুখ ভিন্ন আর কারও মুখ আগে দেখবেন না বলে চোখ বন্ধ করে রইলেন। সকলে বললেন যে, এমন সুরূপা কন্যাটি অন্ধ হলো, পরে একদিন যশোদা কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে বৃষভানুরাজমহিষীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, অমনি শ্রীরাধা চোখ চেয়ে সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন। চোখ চাইতে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হল, কিন্তু তখনই মহামায়ার মায়ায় আবার চোখ বন্ধ হল। এইভাবে শ্রীমতী সর্বপ্রথমে কৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। সুতরাং অন্য কারও দ্বারা কোনও প্রকার ভাব মনে স্থান পাওয়ার আগেই শ্রীরাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিই বিরাজ করতে থাকল। শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উপস্থিত হন, সেখানে আর কারও অধিকার আসতে পারে না। শ্রীমতীর হৃদয়ে কৃষ্ণ বই আর কিছু স্থান পায়নি। কৃষ্ণই তাঁর সর্বস্ব।

তাঁতে যদি ভক্তি হল–তো সবই হয়ে গেল, আর কিছুই দরকার নেই। ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে, এরকম লোক কেবল ভক্তির জোরে তাঁর পাদপদ্ম লাভ করে। একজন ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর পথ না জানায় দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিয়ে পড়েছিল। পথে লোকজনদের জিজ্ঞেস করায় তারা বললে, ওই পথে যাও। ভক্তটি শেষে পুরীতে পৌঁছে জগন্নাথ দর্শন করলে।

ভক্তির দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালো বাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্তিক গণেশ বসে আছেন। ভগবতীর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বললেন, ‘যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে,তাকে এই মালা দেবো। কার্তিক তক্ষুনি ময়ূর ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে গণেশমাকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করেপ্রণাম করলেন,গণেশ জানেন মার ভেতরেই ব্রহ্মাণ্ড। মা প্রসন্না হয়েগণেশের গলায় হার দিলেন।

ফেসবুক বার্তা

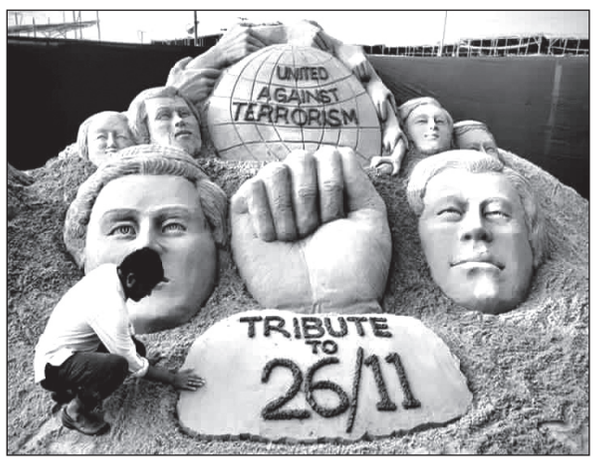

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ ঐক্যের বিশ্বজোড়া আবাহন উপস্থাপিত হয়েছে ফেসবুকের অলিন্দে। ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশ, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে শান্তি অনুরণন।

বহুজাতিকের সমাজসেবা: কৌপিনের বুক পকেট!

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্যের জন্য দৌড়, বৈষম্যের বিরুদ্ধে দৌড়। আয়োজক একটি বহুজাতিক সংস্থা। কলকাতায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসে বিজ্ঞাপনী প্রচারের দ্বারা এই দৌড়ে যুক্ত হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তারা। নামজাদা স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়ে, শিল্পী তারকা বুদ্ধিজীবী হাঁটবে। টি শার্ট পাবে, সঙ্গে খাবারের কুপন অথবা গিফট ভাউচার। আর প্রত্যন্ত গ্রামে ক্ষুধার জ্বালায় ছোট্ট শিশুটি রাসপূর্ণিমার রাতে চাঁদকে রুটি ভেবে মাকে কেঁদে কেঁদে বলছে একটা রুটি দাও না মা! এটাই নাকি বহুজাতিকের সামাজিক দায়বদ্ধতা। যারা স্বাধীনতার পর থেকে দেশের রাজনীতি অর্থনীতিকে নিজেদের অঙ্গুলি হেলনে চালনা করেছে, ধনী–দরিদ্রের বৈষম্যকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের কুম্ভীরাশ্রু–বৈষম্যের বিরোধিতা! ধূর্ত শৃগালের বোষ্টম হওয়ার সখ!

বহুজাতিকের এই প্রতারণা দিয়ে লেখাটা শুরু করলাম। উদ্দেশ্যটা পাঠক বিস্তারিত পড়লে বুঝতে পারবে। ভারতের নয়া পুঁজিবাদের বিকাশ তথা উদারীকরণ অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ মুনাফার পাহাড় বা পুঁজির আত্তিকরণ করলে শুধু চলবে না। ‘সমাজ সেবা কর’। দেশের পেছনের বর্গ–নিম্নবর্গ–প্রান্তিক জনগণের কল্যাণে অর্থ খরচ করতে হবে।যাতে করে গরিব, রুগ্ন জনগণ মনে করে বহুজাতিক সংস্থা তাদের কাছে স্বর্গের প্রেরিত দূত। ঠাণ্ডা পানীয়র বোতলে বাথরুম পরিস্কারের অ্যাসিড, অথবা নুডলসের মশলায় রোগ্য উপকরণ থাকুক ক্ষতি নেই। পরিবেশ ধ্বংস করে দেশের সম্পদ লুঠ করে নিক, বহুজাতিক শ্রমিক অসন্তোষে শ্রমিকেরা গুলি খেয়ে মরুক, কিছু এসে যায় না। ওরা উদারীকরণ অর্থনীতির বিকাশের শত্রু। দেশি বিদেশি সংস্থা এই দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্প সংস্থা গড়ে তোলো। আমরা রাজনীতির দালাল। তোমাদের মুখে যতই গালিগালাজ করি না, আমাদের সঙ্গে তো তোমাদের দোস্তি রয়েছে। নিম্ন মানের পণ্য বেচো, দেশের সম্পদ লুঠ কর। কিন্তু সমাজসেবা তোমাদের করতেই হবে। এটাই বোধ হয় পুঁজিবাদী দুর্বত্তায়নের নয়া কৌশল। নয়া রাজনৈতিক অর্থনীতির মাদারি খেলা।

২০১৪ সালের ১ এপ্রিল পূর্বতন ইউপিএ সরকার সারা বিশ্বে প্রথম Corporate Social Responsibility বা বহুজাতিক সংস্থার সামাজিক দায়বদ্ধতা বাধ্যতামূলক ভাবে মান্য করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালের শিল্প–বাণিজ্যের স্বার্থে কোম্পানি আইনের ১৩৫ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় বছরে ৫ কোটি টাকা মুনাফা অথবা ৫০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা বার্ষিক বাণিজ্যকারী সংস্থাগুলিকে সমগ্র মুনাফার ২ শতাংশ সামাজিক কল্যাণে খরচ খরচা করতে হবে। এই আইনের আওতাভুক্ত ৬০০ টি কোম্পানিকে বছরে জনকল্যাণের স্বার্থে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনও অভিসন্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে তা স্পষ্ট নয়। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে দেশের গরিব মানুষের স্বাস্থ্য–শিক্ষা–শৌচাগার নির্মাণ পরিবেশ রক্ষার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি অর্থ বিনিয়োগ করবে। যারা শিল্পের নামে কৃষিজমি–জল–জঙ্গল কেটে নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহৎ আবাসন নির্মাণ করছে তারা করবে পরিবেশ রক্ষা! ভূতের মুখে রাম নাম।

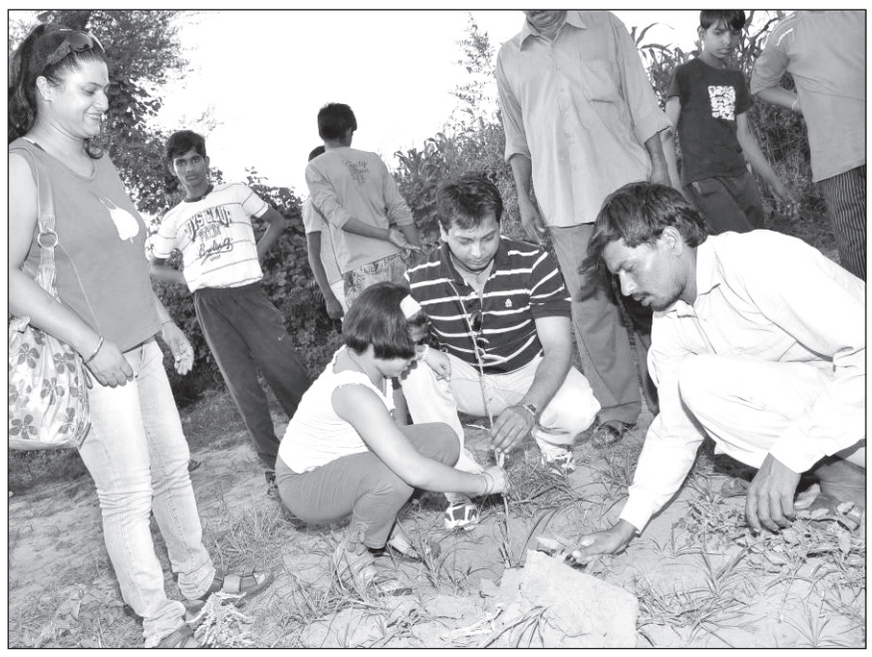

সরকারের এই সদিচ্ছা কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তা তা কর্পোরেট দফতর সংক্রান্ত মন্ত্রাণালয়ের রিপোর্টে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। দেশের দুই–তৃতীয়াংশ কোম্পানি এই ২ শতাংশ অর্থ সমাজসেবায় খরচ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সিএসআর কাজকর্ম সঠিক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে কি না তা তদারকীকরণের জন্য প্রতিটি বহুজাতিক সংস্থাকে কমিটি গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে নিজ নিজ বাণিজ্যিক সংস্থা জনকল্যাণে কতটা কাজ করেছে তার মূল্যায়ন করে কর্পোরেট মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট পাঠানো। এই মন্ত্রণালয় আশা করেছিল ২০১৪–১৫ সালে সিএসআর দ্বারা ১৫ হাজার কোটি টাকা সমাজ কল্যাণে খরচ করা হবে। বাস্তবে দেখা গেল ৪০০০ কোটি টাকার বেশি খরচ সিএসআরের জন্য করা হয়নি। গত জুন মাসে কর্পোরেট মন্ত্রালয় ৬ সদস্যের সিএসআর কমিটি গড়ে তুলেছে। এই কমিটির কাজ হল প্রতিটি বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে যাতে রক্ষা করে চলে তা নজর রাখা এবং সিএসআরে বিনিয়োগ কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা। রিলায়েন্স–উইপ্রো–আইটিসি–হিন্দুস্তান ইউনিলিভার ড: রেড্ডি প্রমুখ সংস্থা। সরকার ঘোষিত অর্থের সামান্য অংশই খরচ করেছে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের রিপোর্টে অবশ্য দাবি করা হয়েছে যে এইসব বহুজাতিক সংস্থা গ্রামীণ স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিসেবায় অর্থ খরচ করেছে। কিন্তু কোন কোন এলাকায় অর্থ খরচ করা হয়েছে তা রিপোর্টে পরিস্কার করে কিছু বলা নেই। ড: রেড্ডি নামক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা তাদের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, তাদের সংস্থা শিক্ষা স্বাস্থ্যে সিএসআর নীতি অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করেছে। আরনস্ট এবং ইয়ং নামক অডিট সংস্থা সারা দেশে সিএসআর কাজকর্মের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, ৫০টি বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে সিংহভাগ কোম্পানি সারা দেশে স্বাস্থ্য–শিক্ষা এবং গ্রামীণ উন্নয়নে কোনও অর্থ ব্যয় করেনি। অভিযোগ উঠেছে সিএসআরের বরাদ্দ অর্থ ঘুরপথে আত্মসাতের।

সিএসআর আইন কোম্পানি আইনের সঙ্গে যুক্ত করা হলেও এই আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শাস্তি অথবা জেল জরিমানা কোনও ব্যবস্থার নির্দেশ করা হয়নি। এই আইনে শুধু বলা হয়েছে, সামাজিক কল্যাণে অর্থ খরচ করতে কেন ব্যর্থ হয়েছে তার যুক্তিসঙ্গত কারণ সরকারকে জানাতে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মেনকা গান্ধি সিএসআর কাজকর্ম নিয়ে বহুজাতিক সংস্থার উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতে বহুজাতিকরা সিএসআর বা সমাজ কল্যাণের দায়বদ্ধতাকে সঠিক গুরুত্ব দেয়নি। যার ফলে সিএসআর বরাদ্দের ৬০ শতাংশ অর্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৪ সালে গান্ধিজীর জন্মদিন ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ‘স্বচ্ছ ভারত’ অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন ঝাঁটা হাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী–আমলা–সাধারণ কর্মচারী থেকে বড় শিল্পপতিরা রাস্তায় নেমে ছবির পোজ–ই দিয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মোদিজী দেশের বহুজাতিক সংস্থার কাছে অনুরোধ করেছিলেন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য অথবা সিএসআরের কাজকর্মে অর্থ দান করতে। অধিকাংশ সংস্থা এই ডাক গুরুত্বের সঙ্গে শুনতে পায়নি। একদা ‘উজ্জ্বল গুজরাট’ স্বপ্নের ফেরিওয়ালাকে তাঁর রাজ্যের ব্যবসায়ী কোটি টাকার কোট উপহার দিচ্ছে। ভুলে গিয়েছে সিএসআর কাজকর্মে মনোসংযোগে।

বহুজাতিকদের যুক্তি সরকারের বিপক্ষে। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন প্রণয়ন করার পর, মোদি সরকার আসার সময় থেকে আইনকে ১২ বার সংশোধন করা হয়েছে। এই আইনকে যেদিন পরিবর্তন করল তার পরের দিনইআইনকে আবার পরিবর্তন করে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্য গরিব মানুষের জন্য আবাসন নির্মাণে সিএসআরের বরাদ্দ অর্থ খরচ করা যেতে পারে। ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা ড: রেড্ডির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে সিএসআরের কাজকর্মে বরাদ্দ অর্থ খরচ করার জন্য ‘রিসিভিং সিষ্টেম’ বা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত এই আইনে নেই। তবে ২০১৫–র শীতকালীন অধিবেশনে কর্পোরেট মন্ত্রনালয় সিএসআর ফান্ডে খরচা খরচকরা যাবে যে সব সংগঠনে তার ধরণ ঠিক করে দেয়।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য আদাজল খেয়ে সিএসআর কাজকর্মে তৎপর হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের ত্রৈমাসিক রিপোর্টে সিএসআর কাজকর্মে খরচা খরচের হিসাব অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। সরকার সিএসআর ফান্ডে কোন কোন বহুজাতিক সংস্থা অর্থ খরচ করতে পারেনি অথবা বরাদ্দ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের তালিকা করছে। বহুজাতিকের পরিচালকবর্গরা মনে করে সরকার যতই আইন করে সমাজ সেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করুক, কিছুই করতে পারবে না। বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রতি নির্বাচনে সাধারণ অথবা রাজ্য বিধানসভায় পার্টিফান্ডে অনুদান দিতে হয়। বেপথে বা ঘুরপথে যে অর্থ নেয় তার হিসাব কে রাখে। সরকার তো বহুজাতিকের দাবার বোড়ে। ঘোড়া কখনও রাজাকে খেতে পারে!ঘোড়ার তো গলা কাটা যাবে। অতএব সরকার জনগণের চোখে মহান হওয়ার জন্য আইন করবে, চিৎকার করবে জয় হো (বহুজাতিক মহান)! বহুজাতিক তার নিজের পথে চলবে। আর জনগণ বোকা বাক্সে ভোট দেবে।

সিপিএম–এর জাঠা আর তৃণমূলের জ্যাঠামো দুই–ই সারবত্তাহীন

নির্মল গোস্বামী

শতাধিক গণসংগঠনের বকলমে জাঠা কর্মসূচির মূল চালিকাশক্তি হল সিপিএম। ২০১৬র নির্বাচনকে মাথায় রেখে বাম নেতৃত্বের এই জনজাগরণ কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গে পুর নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির অবস্থা দেখে বাম নেতৃত্ব বুকে বল পেয়েছে। তারা এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে এ রাজ্যে তারাই বৃহত্তর বিরোধী শক্তি। তাই জনগণের মনে ভেসে থাকতে ভোটারদের প্রভাবিত করার কৌশলেই এই গ্রামে গঞ্জে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হলে আন্দোলনই একমাত্র পথ। এবং তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সিপিএম সেই পরিচিত পথেই পদচারণা শুরু করেছে। সমালোচকরা বলছে শীত ঘুম ভেঙে উঠেছে। তা উঠুক। রাজ্যে যদি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকে তা হলে আখেরে জনগণের লাভ হয়। শাসক দল তখন এক তারকা অত্যাচার চালাতে পারে না। বাধা দেবার শক্তির ভয়ে অনেক সময় সংযত থাকতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন জেলায় ২০০–৫০০ লোক নিয়ে সিপিএম মিছিল করল রাজ্য রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ার কথা নয়। কিন্তু ‘অপরিণত’ রাজনীতি মনস্ক দিদির দামাল ভাইয়ের অতি সক্রিয়তার জন্য সিপিএম এর জাঠা কর্মসূচি আজ বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে। টেলিভিশনের সান্ধ্য আড্ডায় তা আলোচিত হচ্ছে। শাসক দলের হেভিওয়েট নেতাদের তাই নিয়ে বিবৃতি দিতে হচ্ছে। (মিথ্যা হলেও) আবার কখন বা আরামবাগে ছুটে যেতে হচ্ছে ফিরহাদ হাকিমকে। জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতিকে কান ধরে উঠবোস করানো প্রাক্তন এমপি, এমএল–এর মাথা কাটিয়ে দেওয়া, বিরোধী দলনেতা ও সিপিএম’র রাজ্য সম্পাদককে মিছিলে শারীরিক নিগ্রহ করা ইত্যাদি ঘটনা বিরোধীদের পালে হাওয়া দিচ্ছে। আর শাসকদল বদনামের ভাগী হচ্ছে। গণতন্ত্র প্রিয় নাগরিকদের বিরাগভাজন হচ্ছে তৃণমূল দল।

রাজনীতির বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা যদি তৃণমূল নেতানেত্রীদের থাকত তাহলে তারা সিপিএম এর জাঠা মিছিলকে বাধা না দিয়ে উপেক্ষা করত। সিপিএম চাইছে মার খেয়ে মমতার মতো জনগণের সহানুভূতি পেতে। আর বোকা তৃণমূল সিপিএমএর পাতা ফাঁদে ধরা দিচ্ছে। অপ্রাসঙ্গিককে প্রাসঙ্গিক করে তুলছে। অবশ্য তৃণমূল এই ভুল করছে তারও কারণ আছে। রাজনীতির দিক দিয়ে কোনও দল দখল দেশরক্ষা হয়ে যায়, তখন সে সামান্য বিরোধিতাও সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতা হারাবার ভয়ে কর্তৃত্ব খোয়ানোর অবস্থায় যে কোনও বিরোধিতা তা সে যতই কম গুরুত্বপূর্ণ হোক তাকে অচিরেই ধ্বংস করতে চায় বল প্রয়োগ করে। তারা জানে আজ মিছিলে ১০ জন আছে কাল যদি ১০০০ জন হয়। তাই গুটিকয়েকের মিছিলে এমন আক্রমণ করেন যা দেখে আর কেউ বিরোধিতার মিছিলে হাঁটতে সাহস না পায়। দান খয়রাতি করা আর উৎসব করার প্রক্রিয়া জারি রাখার একমাত্র উপায় যেন কোনও আন্দোলন বা বিরোধিতাকে গণতান্ত্রিক শেপ না দেওয়া। যাতে সে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। তাই প্রশাসনও দলের হয়ে কাজ করছে। মোদ্দা কথা হল এই মানসিকতায় তৃণমূল ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছিল তাই রাজনীতির সূক্ষ্ম বিচার বোধ হারা হয়ে দলের কর্মী নেতারা এই ধরনের আচরণ করছে।

অথচ একটু তলিয়ে ভাবলেই কথা বোঝা যায় যে ৬০–৭০ এর দশকের সিপিএম আর আজকের সিপিএমের মধ্যে গুণগত প্রভেদ আছে। সেদিন আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য বামপন্থীদের জাঠা, মিছিল, পথসভা, আলোচনা সভা, স্ট্রিট কর্নার, কারখানায় গেট মিটিং ইত্যাদির যা গুরুত্ব ছিল আজ তার ১০০ ভাগের এক ভাগও নেই।

অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন না হয় তো। তাঁরা বললে তাহলে কি সিপিএমের মিছিলে মিটিংয়ে লোক হচ্ছে না? লোক তো হচ্ছে। লোক হচ্ছে এ কথা সত্যি। কারণ ৩৪ বছর ধরে এক পার্টির সরকার চলেছে। তাদের উচ্ছিষ্ট ভোগী সংখ্যা তো নেহাৎ কম হবার কথা নয়। তাদের থেকে চাকরি পেয়েছে, শিক্ষকতা পেয়েছে। একটা বিশাল অংশের মানুষ এবং সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ বাম সরকারের কাছ থেকে সুবিধাভোগ করে এসেছে তারাই এখন মিছিলে মিটিংয়ে ভিড় জমাচ্ছে। তাছাড়াও তাদের মাইনে করা কর্মী আছে তাদের পরিবার পরিজন আছে এই অসময়ে তারাও ভিড় জমাচ্ছে। সেই ৬০–৭০এর দশকের মতো সিপিএম আন্দোলনের ডাক দিল আর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ মিছিলে মিটিংয়ে জমায়েত হল সে চিত্র নয়। মিটিংয়ের বক্তব্যও মরচে পড়া। তাতে জোশ নেই। কারণ আগে তারা কর্মসূচি রূপায়ণের কথা বলত। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হলে মানুষের কি হবে দারিদ্র দূর হবে। সকলের শিক্ষা হবে, সকলের চাকরি হবে। নারী নির্যাতন বন্ধ হবে। কৃষকের উন্নতি হবে। শ্রমিকের উন্নতি হবে। দেশের বেকার যুবক যুবতীরা সকলেই চাকরি পাবে। সেই সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখাতো। তার সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে শিক্ষা ছেড়ে,ভবিষ্যৎ ছেড়ে, সংসার ছেড়ে কত যুবক চোখে স্বপ্ন ভরে, বুকে সাহস সঞ্চয় করে নেতাদের আহ্বানে ছুটে গিয়েছে। আজ কিন্তু আর সেদিন নেই। ৩৪ বছরে তারা যা পারেনি আজ যদি বলে তাই করব তাহলে কে তা বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস করা দূরের কথা সাধারণ মানুষ তাদের কথাই শুনতে চায় না। বিজেপির কথা তবু লোকে দাঁড়িয়ে শোনে কি বলছে। কারণ তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত শক্তি নয়। কিন্তু সিপিএম পরীক্ষিত শক্তি।তাদের কথা বিশ্বাস করার কোনও অবকাশই আর বাকি নেই।

একটা দলের সংগঠন গড়ে ওঠে তত্ত্বগত আদর্শকে ভিত্তি করে। আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে যে মানুষগুলো আসে তাদের ধরে রাখার জন্যই সংগঠন তৈরি হয়। আজ সিপিএম–এর তত্ত্বগত আদর্শের জোরও নেই তাই নতুন সংগঠন গড়ার প্রশ্নও নেই। এটা সিপিএম–এর বাইরের অবস্থা। যে কেউ এর সারবত্তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

আর ভিতরের অবস্থা হল পার্টি ভাঙন। তৃণমূলের ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে এবং পূর্ব থেকেই অনেক নেতা কর্মী সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যাওয়া আর সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের সামিল হওয়ার মধ্যে একটা অনুগত পার্থক্য আছে। তারা কি বামপন্থায় বিশ্বাস করে? এই নিয়েই সন্দেহ হয়। তবু প্রথমদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন দেখে কথাবার্তা শুনে অনেক বাম মনোভাবাপন্ন মানুষ ভেবেছিল যে প্রকৃত বামপন্থার ঝান্ডা বোধহয় এবার মমতার হাতে উঠেছে। তখন বিভ্রান্ত হবার অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু চার বছর তৃণমূলের কাজকর্ম দেখে যদি কেউ তৃণমূলে যোগ দেয়, মেলা মঞ্চে, গ্রামে–গঞ্জে উন্নয়নে সামিল হতে আসেন তখনই একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় যে এরা এতো দিন কাদের নিয়ে বামপন্থার চর্চা করেছে। অতি সম্প্রতি ফরোয়ার্ড ব্লকের উদয়ন গুহ, সিপিএম এর তাপস চট্টোপাধ্যায় এবং সিপিএমের আরও কিছু বর্তমান এম এল এ তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। দুবারের বিধাননগরের মেয়র এবং বর্তমান এমএলএ এতো কান্ড দেখেও যদি তৃণমূলে যায় তবে কি তার ব্যাখ্যা হবে। ধান্ধাবাজ। ভালো কথা। যেদিন বিধাননগরের পুরভোটকে প্রহসনে পরিণত করল সেই দলে যোগ দিল সিপিএম’র দুবারের মেয়র। একটা পরিবারে ছেলে যদি ডাকাত হয়, যদি ধর্ষক হয়, তাহলে তাদের পরিণতির পিছনে পরিবারের যেমন দায় থাকে তেমনি ওই সব পদাধিকারীরা যখন তৃণমূলে যোগ দেয় তখন তার দায়ে কিছুটা হলেও সিপিএম পার্টিটাকে কলুষিত করে না কি? দলের মধ্যে অতবড় পদ যিনি পেলেন তারা কেমন মানুষ ছিল? কতটা গণতান্ত্রিক ছিল। আজ সাধারণ ভোটাররা যারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল তারা এখন মনে মনে লজ্জিত হয়। কাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছি এই ভেবে। আর যে পাটি জাঠা বের করেছে, জনতার আদালতে বিচার চাইছে আর সেই দলের ক্ষমতা ভোগীরা সাক্ষী দিচ্ছে তৃণমূলের পক্ষে। আদালতে মামলা টিকে তো। তোমাদের এমএল এ মেয়র বলছে তৃণমূলের কর্মযজ্ঞে সামিল হলাম। তাহলে সেই দলের আন্দোলনের কথায় মানুষ কতটা বিশ্বাস রাখবে। একদিকে যেমন নীতিগত ভাবে সিপিএম দেউলিয়া, তেমন ভিতর থেকে দলের নেতা কর্মীরাও চরিত্রগত ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের দলবদল। বামপন্থীদের শ্রদ্ধার আসন আজ সম্পূর্ণ টলে গিয়েছে। হৃত গৌরব ফিরে পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা তার উত্তর সময়ই দেবে।

সোনারপুর থানা সমন্বয় কমিটির শারদ সম্মান

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুর থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে দীপাবলী ও শারদ সম্মান দেওয়া হল সোনারপুরের ৪৫টি পুজো কমিটিকে। এছাড়া কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী ছিল অন্যতম আকর্ষণ। ২১ নভেম্বর বিকাল ৫টায় গড়িয়া মহামায়াতলা জয়হিন্দ ভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরি, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ মহারাজ, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের দুই

বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম ও জীবন মুখোপাধ্যায়, বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজপুর–সোনারপুর পুরপ্রধান সদস্য নজরুল আলি মণ্ডল। এই দিন বিচারকদের বিবেচনায় যে সকল পুজোগুলি পুরস্কার পেল সেগুলির মধ্যে ধরা হয়েছিল শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, মন্ডপ সজ্জা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ ও বিশেষ করে সরকারি আইন বিধি মেনে যারা শৃঙ্খলা ভাবে পুজোটিকে বিসর্জন পর্যন্ত সমাপ্তি করেছে তারাই সমস্ত দিক থেকে এই পুরস্কার নেওয়ার যোগ্যতা পেয়েছে। পুজোর শেষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ধরা ছিল যেমন বিসর্জন শব্দবাজী, চাঁদার জুলুম, মদ্যপান করে উশৃঙ্খলতা এই সমস্তকে ঠিক ভাবে বজায় রাখতে হবে এটাই ছিল সোনারপুরের আইসি অনিল রায়ের কড়া নির্দেশ। তবেই পুরস্কার পাওয়ার গ্রহণ যোগ্যতা পাবে। সোনারপুর থানার আইসি অনিল রায় বলেন, এই সোনারপুরে ৩০৮টি দুর্গাপুজো হয় এছাড়া কালী পুজো হয় ১৪৭টি। আমার মনে হয় না সোনারপুরের মতো অন্য জায়গায় এত বড় মাপের এতগুলো পুজো হয়না দক্ষিন চব্বিশ পরগনায়। জীবনবাবু বলেন, অল্প দিনের জন্য সোনারপুর থানায় এসে অনিলবাবু যা করলেন তা সত্যি ধন্যবাদ দেওয়ার মতো। শেষে নিজের সুরেলা কণ্ঠে গান শোনালেন হল ভর্তি শ্রোতাদের হাততালি পড়ল জয়হিন্দ ভবন জুড়ে। বদলির আগে সোনারপুর থানার এটাই ওঁনার শেষ অনুষ্ঠান।

ত্রিমূর্তি সমিতির সেবা যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিন বাঙালির–মধ্যিখানে বিবেকানন্দ আর তার একপাশে নেতাজি আর অপর পাশে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ এই তিন শ্রেষ্ঠ বাঙালির আদর্শে অনুপ্রাণিত ত্রিমূর্তি সমাজ কল্যাণ সমিতি বারাতলা, পোয়ালী তাদের ১ম বর্ষের সেবা ব্রতের কর্মসূচি পালন করল গত ২২ নভেম্বর পোয়ালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এই সেবা কর্ম সম্পাদনে যাদের অবদান অতুলনীয় তারা হলেন কলকাতা লায়ন্স বি পোদ্দার আই হসপিটাল ও রাষ্ট্রীয় পুষ্টি মিশন। বি পোদ্দার আই হসপিটালের ডাক্তার ও কর্মীবৃন্দ মিলে সারা দিনে ৪০০ বেশি মানুষের চোখ পরীক্ষা করে ঔষধ দিয়েছেন ১৭ জন প্রতিবন্ধী মানুষের হাত ও পায়ের মাপ নিয়েছেন। শীঘ্রই

তাদের কৃত্রিম হাত ও পা দেওয়া হবে যার সাহায্যে তারা ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটাচলা ও হাতের অনেক কাজ করতে পারবে। এছাড়াও দুঃস্থ মানুষদের কম্বল ও ছাত্রছাত্রীদের খাতা পেন বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে অভাবী মানুষের এই সেবার কর্মসূচিকে ঘিরে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সকালে ১০টায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বৃন্দাবন প্রামাণিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এলাকার সেবাব্রতী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। বক্তব্য রাখেন প্রদান শিক্ষক রায়পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুজিবর রহমান। রাষ্ট্রীয় পুষ্টি পরিষদের সদস্য মহেন্দ্রভাই ও বি পোদ্দার আই হসপিটাল পরিচালক স্বপন কুমার দাস। তিনি বিনা ব্যয়ে শ্রেষ্ঠ পরিসেবা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সংস্থার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সদস্য অনুপ পাল।

এই অনুষ্ঠানকে সফল করার পিছনে সংগঠনের সভাপতি চিত্ত গায়েন ও সম্পাদক প্রশান্তকুমার রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। নিজে দুই চোখের ছানি বি পোদ্দার আই হসপিটাল থেকে বিনা ব্যয়ে অপারেশন করিয়েছেন। তাই এদের পরিসেবা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই এই ক্যাম্পের আয়োজন করেছেন। ৪০০ জনের মধ্যে ৭১ জনের চোখে ছানি ধরা পড়ছে তাদের অপারেশনের ব্যবস্থা করবে বি পোদ্দার আই হসপিটাল। সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আশ্বাস প্রতিবছর এই রকম সেবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

সাগরে রাস উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত সাগর ব্লকে বুধবার থেকে ৬ দিন ব্যাপী ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের লীলা ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ সাধনায় যমনাখালি মোড় বাজার প্রাঙ্গণে রাস উৎসব কমিটির পরিচালনায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ''রাস উৎসবের'' আয়োজন করেছে। ৭৫ বছরে পা রাখা এই জনপ্রিয় উৎসবের খরচ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ৬ দিন ব্যাপী বিভিন্ন স্বর্ণালী সন্ধ্যায় যাত্রাগান, মথুরাপুরের নৃত্যানুষ্ঠানসহ বিভিন্ন রকম ভিন্ন স্বাদের বর্ণময়, ছন্দময় অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী সোমবার ''রাস উৎসবের'' সমাপ্তি দিনে প্রায় ৪ হাজার মানুষের জন্য নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতিদ্বয় গৌতম মাইতি ও গুরুপদ দাস, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় বিজয় দিন্তা ও নির্মল জানা, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে রতন নায়েক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন।

সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, গ্রাম প্রধান বিপিন পড়ুয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগী বিশিষ্ট সমাজসেবী ভবেশ দাস, সাংবাদিক অশোক কুমার মণ্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ''রাস উৎসব'' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখবেন।

উল্লেখ্য এখানে এই ''রাস উৎসব''টি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উৎসব হিসাবে ২০ তম বৎসরে পদার্পণ করেছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দ্বীপভূমির প্রত্যন্ত এলাকায় জনমানসে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। ৪ দিন ব্যাপী এই বর্ণময় উৎসবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুবিখ্যাত কীর্তনীয়া গোপাল দাস অধিকারী কীর্তন গান পরিবেশন করবেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কবিয়াল শিব প্রসাদ দুয়ারী কবি গান পরিবেশন করবেন। উৎসব কমিটির উৎসাহী কর্মকর্তা রাম প্রসাদ শীর্ষ বলেন যে, ভগবান কৃষ্ণের প্রেমের বাণী ও লীলা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

অশোকনগর–কল্যাণগড়ের জগদ্ধাত্রী পুজো যেন দ্বিতীয় চন্দননগর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর কল্যাণগড় উদ্বাস্তুনগরীর জগদ্ধাত্রী পুজো কয়েক দশক ধরে এই জেলার উৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। হুগলি জেলার চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বহু বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। কিন্তু অশোকনগর–কল্যাণগড়ের উদ্বাস্তুনগরীর এই পুজো দীর্ঘদিনের না হলেও উল্লেখযোগ্য। অশোকনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে এখানে সংঘটিত হচ্ছে ২৯টি জগদ্ধাত্রী পুজো। তার মধ্যে বিগ বাজেটের পুজো প্রায় ১৪টি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, নেতাজি সংঘ, নবোদয়, অরুণোদয়, রাধা কেমিক্যাল মোড়ের কাছে স্কাইলার্ক, কল্যাণগড় নেতাজিবাগ, কয়াডাঙা দেশবন্ধু ক্লাব, কয়াডাঙা নবজাগ্রত সংঘ প্রভৃতি। রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উপস্থাপনা এবারে বাংলাদেশের গোল্ডেন টেম্পল, প্রায় সত্তর ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অরুণোদয়ের পুজো মন্ডপ দশনার্থীদের আকৃষ্ট করবে।

অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই জগদ্ধাত্রী পুজোগুলো মূলত কল্যাণগড় কেন্দ্রিক। কারণ কমবেশি ২১টি পুজোই হয় কল্যাণগড়ে। প্রায় ৩ কিমি এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয় এই পুজোগুলো। এই জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে অস্থায়ী একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে এখানে বলে মন্তব্য করেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা কবি–সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা। তিনি বলেন, 'এই জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে যে অস্থায়ী বাণিজ্যিক মেলা এখানে গড়ে ওঠে তাকে আমি সমর্থন করি। কারণ একে ঘিরে একটা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তৈরি হয় এখানে।' তিনি আরও বলেন, 'চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো নিঃসন্দেহে একটা ইতিহাস। কিন্তু ওখানে যেটা নেই, সেটা এখানে আছে। তাহল, প্রত্যেক পুজো মন্ডপের সঙ্গে একটি করে সাংস্কৃতিক মঞ্চ। প্রতিটি মঞ্চেই এই কদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। ইতিপূর্বে এখানকার এইসব সাংস্কৃতিক মঞ্চে এসেছেন বাপি লাহিড়ি, প্রয়াত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের মতো বহু পরিচিত মুখ। হাজার হাজার মানুষের সমাগম হলেও পরিবেশ থাকে শান্তিপূর্ণ। এই পরিবেশ বজায় রাখার জন্য প্রতিটি ক্লাব আন্তরিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে। সঙ্গে অবশ্য পুরসভা, থানা এদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।' গত রবিবার ১৫ নভেম্বর অশোক নগর থানার পক্ষ থেকে সমস্ত পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের বিধায়ক ধীমান রায়, অশোকনগর–

কল্যাণগড় পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার প্রমুখ। এদিন থানার পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সহ পুজোয় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ১৩টি নির্দেশিকা জারি করা হয়।

পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে ৬০ জন ট্রাফিক স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক পুজো কমিটিকেও যথেষ্ট স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করার কথাও জানানো হয়েছে।' ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার বলেন, 'হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ঘটে এই দ্বিতীয় চন্দননগর কল্যাণগড়ে। তাই শান্তিশৃঙ্খলার প্রশ্নটি খুব বড়। এক্ষেত্রে আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখি। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এই পুজোর ক'দিনের জন্য যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে করা হয়। অবশ্যই ক্লাবগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় লোকশিল্পী পরিমল নন্দী বলেন, 'এখানে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয় কয়াডাঙা নট্টপাড়ায়। দ্বিতীয় পুজো কয়া ডাঙা নেতাজি বাগের জগদ্ধাত্রী পুজো।' পরিমলবাবু আরও বলেন, 'এই পুজো প্রথমে স্থানীয় পুরুষরা শুরু করেন। কিন্তু বর্তমানে দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে এটা পরিচালনা করছেন মহিলারাই।' কয়া ডাঙা নট্টপাড়ার পুজো কমিটির সম্পাদিকা বুলা নট্ট জানান, এবারে এই পুজো ৩৬ তম বছরে পদার্পণ করল। এবারে তাদের থিম 'শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে।' এই থিমের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে এবারের পুজো মন্ডপ। যাতে ব্যবহার করা হয়েছে কাঠের গুঁড়ো, অস্ট্রেলিয়ান তুলো, বিদেশি গাছের বীজ, কদবেল, আমরা প্রভৃতি। যেন পাখিরা বলছে 'আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে উড়তে দাও।' বুলা নট্ট ছাড়াও রয়েছেন কমিটির সহ সম্পাদিকা তাপসী নট্ট, যুগ্ম সভাপতি রাণু ধর, অপর্ণা নট্ট।

নিজের দলের ক্ষোভের মুখে শোভন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার মেয়র তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল খোদ তাঁরই দলের বেশ কিছু সমর্থক।

ঘটনায় প্রকাশ গত ২৭ নভেম্বর, শুক্রবার কুলপি বাগাড়িয়ায় এক কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন শোভনবাবু। কিন্তু যুব শাখাকে এই সম্মেলনে ডাকা হয়নি। এর প্রতিবাদে তৃণমূল যুব শাখার সদস্যরা শোভনবাবুর গাড়ি ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। স্বভাবতই এই ঘটনায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা বিড়ম্বনার মুখে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি উদ্যোগ নেওয়া হয় স্থানীয় ভিত্তিতে।

যদিও বিধানসভা ভোট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে তখন এই ধরনের দলীয় বিক্ষোভ বিরোধীদের হাত শক্ত করবে বলেই মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে নিয়োগের জন্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (১৮ বছর থেকে ৪৫ বছর) তপশিলী উপজাতি (S.T.) মহিলা প্রার্থীদের কাছ থেকে ৩০.১১.২০১৫ থেকে ২৩.১২.২০১৫ পর্যন্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

সরকারি কাজের দিনে সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত আবেদনপত্র নির্দ্দিষ্ট বাক্সে জমা নেওয়া হবে।

শর্ত ও নিয়মাবলী উক্ত অফিসে নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
মগরাহাট–১
সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৩৭৭/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /২৭/১১/২০১৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়
মন্দির বাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
মন্দির বাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৩১৭৪–২৬০৭৯১, ই–মেল : cdpo.mandirbazar@gmail.com
স্মারক সংখ্যা – ২১৫/আই.সি.ডি.এস/এম.ডিবি তাং–২৪/১১/২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

মন্দির বাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তপশিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ১০ (দশ) টি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে নিয়োগের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের ও পৌরসভার মধ্যে বসবাসকারী তপশিলী উপজাতি মহিলা নাগরিকদের এবং ২৩ (তেইশ) টি অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের ও পৌরসভার মধ্যে বসবাসকারী তপশিলী উপজাতি মহিলা নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত কোন কর্মী/সহায়িকা কোন মতেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন না।

কর্মী পদের জন্য :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকারী বা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল;

বয়স : ১৮–৪৫ বছর (০১/১১/২০১৫ তারিখে)।

সহায়িকা পদের জন্য :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকারী বা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ;

বয়স :– ১৮–৪৫ বছর (০১/১১/২০১৫ তারিখে)।

দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ :– ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৫ (বিকাল ৩টে পর্যন্ত)

বিঃ দ্রঃ – ১) দরখাস্ত করার ফর্ম ও বিশদ বিবরণের জন্য ৩০/১১/২০১৫ তারিখ থেকে ২২/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতি সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৩–টের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

২) সরকারী নির্দেশ ও আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত শূন্যপদসংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।

(সুনয়ন দাস)
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মন্দির বাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
মন্দির বাজার দক্ষিণ ২৪ পরগনা

216/ICDS/MDB/24.11.2015

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়
নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৩১৭৪–২৫৬৭১৩, ই–মেল : icdsdh1@gmail.com
স্মারক সংখ্যা – ১৮৮/আই.সি.ডি.এস/ডি.এইচ–১ তাং–২৪/১১/২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

ডায়মন্ড হারবার–১ নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তপশিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ৫ (পাঁচ) টি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে নিয়োগের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের ও পৌরসভার মধ্যে বসবাসকারী তপশিলী উপজাতি মহিলা নাগরিকদের এবং ৯ (নয়) টি অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকের ও ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার মধ্যে বসবাসকারী তপশিলী উপজাতি মহিলা নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবামূলক। এই কাজে নিযুক্ত কোন কর্মী/সহায়িকা কোন মতেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন না।

কর্মী পদের জন্য :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকারী বা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল;

বয়স : ১৮–৪৫ বছর (০১/১১/২০১৫ তারিখে)।

সহায়িকা পদের জন্য :

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকারী বা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ;

বয়স :– ১৮–৪৫ বছর (০১/১১/২০১৫ তারিখে)।

দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ :– ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৫ **(বিকাল ৩টে পর্যন্ত)**

বিঃ দ্রঃ – ১) দরখাস্ত করার ফর্ম ও বিশদ বিবরণের জন্য ৩০/১১/২০১৫ তারিখ থেকে ২২/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রতি সরকারী কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৩–টের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

২) সরকারী নির্দেশ ও আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত শূন্যপদসংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে।

(সঞ্জীব রক্ষিত)
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
ডায়মন্ড হারবার–১নং সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার

190/ICDS/DH–I/24.11.2015

বিজ্ঞপ্তি

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, ২০১৬ উপলক্ষে আগামী ৮ই –১৭ই জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন স্থান, কচুবেরিয়া, চেমাগুরী, কাকদ্বীপ এবং নামখানায় বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রীশিবির করতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রীছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র/দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৫ থেকে ২রা জানুয়ারী, ২০১৬এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ :–

(ক) দোকান/হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর ক্যাম্পে/ কাকদ্বীপ/নামখানা বি. এল এন্ড এল. আর. ও দপ্তর।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরণ ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরণের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

দূরভাষ :– ২৪৭৯ ৩৫৩১
ফ্যাক্স :– ২৪৭৯–১৪৬৯

স্বাক্ষর–
অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
এবং
মেলা আধিকারিক
গঙ্গাসাগর মেলা, ২০১৬

১৩৬৪(২৬)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /২৪/১১/২০১৫

রাজস্থানের কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরূপ পরিবেশে কৃষিকাজ কীভাবে করতে হয় তা সুন্দরাম ভার্মার কাছে শেখার বিষয়। রাজস্থানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলিও সুন্দরাম ভার্মার শরণাপন্ন। যাতে তাঁর এই বিশেষ প্রয়োগে কৃষিকাজ চতুর্দিকে শুরু করা যায়। কম জলে বিঘার পর বিঘা জমি কীভাবে চাষ করা সম্ভব তা করে দেখিয়েছেন সুন্দরাম ভার্মা।

রাস্থানের আজ গ্রাম দান্তায় বেড়ে ওঠা সুন্দরামের। রাজ্যের দক্ষিণে শিকর জেলা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। শৈশব থেকেই পড়াশোনার প্রতি ছিল ভীষণ আগ্রহ। কৃষি বিষয়ে নতুন প্রয়োগে খুবই আগ্রহী ছোটবেলা থেকেই। তিনি বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক হওয়ার পর দু'বার শিক্ষকতার জন্য নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সেই পদ গ্রহণ করেননি। কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। কারণ কৃষি নিয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করার ইচ্ছে তাঁর মজ্জাগত। সেই কারণে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে থাকেন। এই মনোভাবই তাঁকে সাহায্য করেছে রাজস্থানের শুষ্ক মাটিতে সুন্দরভাবে ফলস ফলাতে।

রাজস্থানে জলের সমস্যা প্রবল। বৃষ্টির জলকে সংরক্ষণ করে সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৃষ্টে নামমাত্র হয়। ফলে বালুকাময় এই এলাকার চাষিদের মাথায় হাত বছরের অর্ধেক সময়েই। কিন্তু ৫৫ বছরের সুন্দরাম ভাবতে শুরু করেন — এই পরিবেশে কীভাবে উন্নতমানের চাষ-আবাদ করা সম্ভব। এই ভেবেই তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। মাত্র ১ লিটার জলে চারা গাছকে সারা বছর বাঁচিয়ে রাখা যায় কীভাবে তা করে দেখিয়েছেন তিনি। সুন্দরাম ভার্মার এই সুপ্ত বাসনা শৈশব থেকেই ছিল। কারণ তাঁর পরিবারের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন তাঁর বাবা-কাকারা কীভাবে কষ্টের সঙ্গে কৃষিকাজ করে দিনাতিপাত করছেন।

১৯৭৭-'৭৮ সালে অনাবৃষ্টির জন্য রাজস্থানের কৃষিকাজ ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় তিনি জয়পুরের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁর উদ্ভাবিত পথে কৃষকরা কৃষিকাজ শুরু করে। তাতে চাষিদের যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না, তেমনি কৃষিকাজও উন্নত মানের হবে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কে বি শর্মা এবং আর ভি এল গুপ্তা নামে দুই কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। সুন্দরামের নিজস্ব জমিতে চলে কৃষি গবেষণা। গত ছ'বছর ধরে তাঁরা সুন্দরামের দেখানো পদ্ধতিতে কৃষকদের উৎসাহিত করে চলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মাটি ০.৩ শতাংশ থেকে ০.৫ শতাংশ পর্যন্ত জল শোষণ করতে পারে। এক ঘনমিটার মাটির ৮০-৩০০ লিটার জল ধারণ ক্ষমতা আছে। জলের বাষ্পীভবন বন্ধ করতে পারলে সেই জল একটি গাছের জন্য যথেষ্ট।

সুন্দরামের জমিতে ৫ থেকে ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ফুট গভীর গর্ত করে সেই গর্তে গাছ লাগানো শুরু করেন। গাছের গোড়ায় জৈব সার মিশ্রিত মাটি ও ১ লিটার জল ঢালা হয়। ছোট্ট চারা গাছ সেই জল শোষণ করে ভালোভাবে বেঁচে থেকে যথাসময়ে ফসল দিতে শুরু করে। গাছের গোড়ায় মাটি যাতে না শুনিয়ে যায় তাই শুকনো লাতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এইভাবে সুন্দরাম ভার্মা বিঘের পর বিঘে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল এবং লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদি সবজির চাষ করছেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ২০০-এর বেশি প্রজাতির গাছ লাগান। এছাড়াও ১৫ রকমের ফসলের ৭০০ রকম প্রজাতি তিনি সংরক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে ৪০০ প্রজাতির বীজ পুসা (কৃষিগবেষণা কেন্দ্র) অধিগ্রহণ করেছে। ৪০০-র মধ্যে ১৯৮ প্রজাতি বীজ সরকার পঞ্জীভূত করেছে। বর্তমানে নিউ দিল্লি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রর পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের চাষিদের কৃষি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ চলছে। সেকানে গত ৩০ বছর ধরে এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সুন্দরাম ভার্মা। এখন কয়েক একর জমির মালিক তিনি। আর এইভাবেই তিনি লঙ্কা থেকে টমেটো সবই চাষ করে থাকেন। কৃষিকাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, কৃষিকাজ করতে কোনও রাসায়নিক সারের ব্যবহার না করে জৈব সার দিয়ে করা উচিত। এর ফলে মাটির উর্বরতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন বিভিন্ন রোগভোগের হাত থেকে গাছকে বাঁচানো সম্ভব। বস্তুত সুন্দরাম ভার্মার দেখানো পথেই আজ বালুকাময় রাজস্থান শস্যশ্যামলা হতে চলেছে।

খেত ও কৃষকের ভরসা সরষে চাষ

রিম্পি ঘোষ

কৃষি অর্থনীতিতে দানাশস্যের পরেই তৈলবীজের স্থান। শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাট তেল থেকেই পাওয়া যায়। প্রতিদিন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষের মাথাপিছু প্রায় ৩৫ গ্রাম তেলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তৈলবীজের উৎপাদন অনেকটাই কম। এই তৈলবীজের মধ্যে সরষে অন্যতম। মানুষের দৈনন্দিন রান্নায় উপকরণ হিসাবে এর সর্বাধিক চাহিদা। উপরন্তু মাটিতে সরষে চাষ করলে মাটির উর্বরা শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। সরষে চাষে খরচাও নিতান্তই কম। যে জমিতে ধান চাষ হয় সেই জমিতেই সরষে চাষ করা যেতে পারে। কারণ, ধান চাষে ব্যবহৃত সার মাটিতে থাকায় সরষে চাষের জন্য আলাদা করে সার প্রয়োগ করতে হয় না। এমতাবস্থায় সরষে চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্য। হুগলি জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায়, গত বছর ২০১৪ সালে প্রায় ৯,৫০০ হেক্টর জমিতে এই সরষের চাষ হয়েছে। হুগলি জেলায় বৈদ্যবাটি, বলাগড়, জাঙ্গিপাড়া, জিরাট, তারকেশ্বর, হরিপালের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এইসময় সরষের চাষ হয়ে থাকে। সরষে চাষে খরচা যতই কম হোক বা মাটির উর্বরা শক্তি যতই বৃদ্ধি পাক চাষিরা সরষে ছেড়ে বিকল্প চাষের দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছে। জিরাটের এমনই এক চাষি চিত্তরঞ্জন দাস জানান, বিঘা প্রতি সরষে চাষে প্রায় ৮০০-৯০০ গ্রাম বীজ লাগে। বিঘাতে চাষ করতে খরচ হয় প্রায় ৬,০০০ টাকা। বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ২ কুইন্ট্যাল। স্থানীয় ফড়েদের কাছে কুইন্ট্যাল পিছু বিক্রি হয় প্রায় ৩,০০০ -৩,২০০ টাকায়। চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, প্রায় তিন বিঘা জমিতে তিনি সরষে চাষ করতেন। কিন্তু ফড়েদের কাছে বেশি পরিমাণে দাম পাওয়া যায় না বলে বর্তমানে সরষের পরিবর্তে বিকল্প চাষ হিসাবে জিরা ও ধনেপাতা চাষের দিকে এলাকার চাষিরা বেশি করা আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিঘাতে কালোজিরা চাষ করতে খরচ হয় প্রায় ৩,০০০টাকা। বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ৪ কুইন্ট্যাল। স্থানীয় ফড়েদের কাছে কুইন্ট্যাল পিছু বিক্রি হয় প্রায় ৮,০০০ টাকায়। অনুরূপভাবে, বিঘা প্রতি ধনেপাতা চাষে প্রায় ২ কে.জি. বীজ লাগে। বিঘাতে চাষ করতে খরচ হয় প্রায় ৮,০০০ টাকা। বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ২ কুইন্ট্যাল। স্থানীয় ফড়েদের কাছে কুইন্ট্যাল পিছু বিক্রি হয় প্রায় ১০,০০০ টাকায়। তাই সরষের থেকে কালোজিরা ও ধনেপাতা চাষে লাভ অনেক বেশি। চিত্তরঞ্জন দাস অভিযোগ করে বলেন সরষে খোল সার হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে সরষে খোলে বেশিরভাগই থাকে লাল বালি মেশানো। স্থানীয় জিরাট সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৭৪ কে.জি. সরষের খোল প্রায় ২,১৫০ টাকা দিয়ে কেনা হয়। পরে দেখা যায় বেশিরভাগটাই ভেজাল। সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে কেনার সুবিধা হল ন্যায্য মূল্যে ও কম দামে জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু কোন উৎপাদনকারী সংস্থাই যদি জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে সমবায় ব্যাঙ্কে বিক্রি করতে পাঠায় সেখানে সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ অসহায়। বলাগড়- জিরাট অঞ্চলের তিনচড়, ভবানীপুর, বাবুপাড়া নতুন চড় ইত্যাদি জায়গায় সরষের বদলে কালো জিরা ও ধনেপাতার চাষ হচ্ছে। বৈদ্যবাটী অঞ্চলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চাষি জানান, পাঞ্জাব, চন্ডীগড় থেকে সরষে আমদানি করে তেল কলের মালিকরা তেল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন। তাই বাজারে সরষের তেলের দাম অনেক বেশি। পরিবহন খরচা, ভ্যাট বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে সরষের তেলের ওপর। খুচরো বাজারে ১ কে.জি. তেলের দাম প্রায় ১৩৮ টাকা। পাইকারী বাজারে টিন প্রতি তেলের পরিমাণ প্রায় ১৫ কে. জি. যার দাম প্রায় ২,০০০ টাকা।

সরষে চাষের উৎপাদন পদ্ধতি ও রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে চাষিদের সঠিক পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে 'আইসোপম' প্রকল্প চালু করেছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সরকার ভর্তুকি মূল্য দিলে তবে চাষিদের মধ্যে সরষে চাষে আগ্রহ বাড়তে পারে। চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, পাঞ্জাব, চন্ডীগড়ে সারা বছর সরষের চাষ হয় বলে তেল মালিকেরা সেখানে বারো মাসের তেলের জন্য সরষে আমদানি করে থাকেন। কিন্তু আমাদের জেলায় মরসুমি চাষ হয় বলে বছরের অন্যান্য সময় তেল উৎপাদনের জন্য সরষের যোগান খুব একটা থাকে না।

এক হিসাব অনুযায়ী এ দেশে সরষের চাহিদা থাকে প্রায় ৬০ লক্ষ টন। এবার উৎপাদন হয়েছে ৪০ লক্ষ টন। গত বছর যে পরিমাণ সরষে চাষ হয়েছিল তা থেকে মজুত হওয়া সরষে রয়ে গিয়েছে পাঁচ লক্ষ টন। বিশেষজ্ঞদের মতে এদেশে সরষের তেলের তুলনায় বিদেশ থেকে আমদানি করা পাম, ক্যানোলা, সূর্যমুখী তেলের বেশি চাহিদা, গত সেপ্টেম্বর মাসে কাচা ভোজ্য তেলের আমদানি শুল্ক ৭.৫ শতাংশ থেকে ১২.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়া, পরিশোধিত তেলের আমদানি খরচ ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি কারণগুলিও প্রভাব ফেলছে সরষের তেলের দামের ওপর। চাহিদার তুলনায় সরষের তেলের উৎপাদন কম হওয়ার পাশাপাশি সরষে বীজের গুণগত মানও এবার বর্ষার জন্য খারাপ হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। গতবার যেখানে এক কে.জি. সরষে থেকে পাওয়া গেছে ৩৭ গ্রাম পর্যন্ত তেল সেখানে এইবছর তেল পাওয়ার হার ৩৪ থেকে ৩৫ শতাংশ। নতুন সরষে উঠতে মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মাষ্টার্ড রিসার্চ প্রোমোশন কনসর্টিয়াম নামক একটি সর্বভারতীয় সংস্থা জানায় এবার বর্ষা বিদায় নিয়েছে দেরিতে। তাই মাটিতে আর্দ্রভাব বেশি থাকবে। এর পাশাপাশি আবহাওয়াও সরষে চাষে অনুকূল থাকবে বলে আশা করা যায়। তাই আগামী বছর সরষের উৎপাদন ভালো হবে বলে আশা করা যায়। সেক্ষেত্রে সরষের তেলে লাগাম পড়ানো সম্ভব। তারকেশ্বরের কৃষি উন্নয়ন অধিকারিক সূত্রে জানা যায় বালিগোরি ২ নং পঞ্চায়েতের আকনাপুর, মোহনাপুরে সরষের চাষ হয়ে থাকে। হুগলি জেলার চাষিরা আলু চাষটাকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু আলু চাষে খুব একটা লাভ না হওয়ায় এই বছর সরষে চাষের এলাকা বৃদ্ধি পাবে এমনটাই আশা করা যায় বলে দপ্তর সূত্রে জানানো হয়। এর পাশাপাশি 'আইসোপোম' প্রকল্পের পরিবর্তে বর্তমানে গত দু বছর ধরে 'নুপ' প্রকল্প চালু হয়েছে যার মাধ্যমে চাষিদের 'বিনয়' প্রজাতির সরষে বীজ, সরষে চাষের সঠিক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে বলে তারকেশ্বরের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সূত্রে বলা হয়। এই সরষের তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে প্রদীপ তৈরির মত কুটির শিল্পের ওপর। বৈদ্যবাটীর কুমোরপাড়ার মৃৎ শিল্পীরা জানান, প্রদীপ কেনার পাশাপাশি প্রদীপ জ্বালাতে সরষের তেলও কিনতে হয় ক্রেতাদের। সরষের তেলের ক্রমবর্দ্ধমান দামের কারনে ক্রেতারা প্রদীপের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই বাজার এখন লেড আলো, টুনির দখলে চলে গিয়েছে। তাই বিভিন্ন পুজা-পার্বন, উৎসব, অনুষ্ঠানে ঘর-বাড়ির আলোকসজ্জায় লেড আলো, টুনির ব্যবহারের দিকে সাধারণ মানুষের ঝোঁক বাড়ছে।

মাঠের আগাছা থেকে আয়

শঙ্করকুমার প্রামানিক

১লা নভেম্বর ২০১৫। ৯টা ২২মি. বালিগঞ্জ থেকে ক্যানিং লোকালে চেপেছি। সঙ্গে আছেন ডঃ নেপাল চন্দ্র নন্দী, জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর। আর তাঁর ছাত্রী, ডঃ মৌসুমী রায়। আমরা নামব তালদি। ক্যানিং-এর আগের স্টেশন। আমাদের গন্তব্য জীবনতলা থানার ফিশারিপাড়া। এটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা থানার ক্যানিং মহকুমার মধ্যে। যাইহোক, সোয়া এক ঘন্টার মধ্যে আমরা তালদি স্টেশনে পৌঁছলাম। আমরা জেনে নিয়েছিলাম আমাদের ইঞ্জিনভ্যানে অনেকটা যেতে হবে। তালদি বাজার, তালদি স্টেশন সংলগ্ন। বাজারটা বেশ বড়ো। স্টেশন ছুঁয়ে পিচের রাস্তা বাজার ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। রাস্তার দু' দিকে ছোটো বড়ো সবরকমের দোকান। লাইন দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। রাস্তায় ভিড়, দোকানেও ভিড়। ট্রেনটা আসতেই ভিড়টা বাড়ল। রাস্তার ওপর ট্রেকার, ইঞ্জিনভ্যান, মটর সাইকেল, সাইকেল ইত্যাদি গাড়ির জটলা। আমরা তিনজন কোনক্রমে একটা ইঞ্জিনভ্যানে গাদাগাদি করে বসলাম। এবড়ো-খেবড়ো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে ইঞ্জিনভ্যানটা আমাদের নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলল। কোমরে ব্যথা (পন্ডেলাইটিস) তো ছিলই, এবার বাড়বে।

রাস্তার দু'দিকে ধান খেত দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি। সব জায়গায় চাষ হয়নি। যেটুকু হয়েছে, সেটাও ভালো হয়নি। এর কারণ জানতে চাইলাম এক সহযাত্রীর কাছে।

--হবে কী? এ বছর বন্যায় তো চাষের খুব ক্ষতি হয়েছে, জানালেন সহযাত্রীটি।

--সেকারণেই মাঝে মাঝে জমি পড়ে আছে, চাষ হয়নি?

--হ্যাঁ। যেটুকু চাষ হয়েছে, তাও ভালো হয়নি।

মনে হয়, সেজন্যেই কর্মসংস্থনের উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাটে ব্যাপক হারে গাছ লাগান হয়েছে। গাছ লাগান হয়েছে, পাড়ার মধ্যে সরু সরু রাস্তার পাশেও। চাষের সময় যে শ্রমদিবসের সৃষ্টি হত সেটা না হওয়ায়, রাস্তাঘাটে গাছপালা লাগিয়ে তার কিছুটা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

সুন্দরবনের ডায়েরি

টেগোরের মোড় পার হয়ে, তার পরের মোড়টাতে, নাগোরতলায়, আমরা ইঞ্জিনভ্যান থেকে নামলাম। সেখান থেকে ইটের সোলিং করা রাস্তা ধরে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। ওই সময় রোদের বিশেষ তেজ ছিল না। ফলে হাঁটতে আমাদের কষ্টও হচ্ছিল না। যেতে যেতে মৌসুমী তার ব্যাগ থেকে 'সানফিষ্ট' বিস্কুটের প্যাকেট বের করল। খেতে খেতে তিনজনে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে নানা জাতের পাখি নজরে পড়ছে। মৌসুমী মনের সুখে সেগুলোর ছবি তুলছে। ওর ছবি তোলার খুব শখ। আমরা প্রায় ফিশারিপাড়ার কাছে পৌঁছে গেছি। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করছি, সোলিং করা রাস্তার ধারে মাঠে, যেখানে চাষ হয়নি, গ্রামের বউ-ঝিরা সেখান থেকে আগাছা তুলে এনে, রাস্তার ধারে ধারে শুকোতে দিচ্ছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে বুঝলাম, ওইগুলো ব্রাহ্মীশাক। গ্রামের হাটে-বাজারে তো বটেই, শহরের বাজারেও, মহিলাদের শাকপাতা নিয়ে নিয়মিত বসতে দেখা যায়। সেখানে প্রায়ই ব্রাহ্মীশাক থাকে। যে মহিলাটি ব্রাহ্মীশাক জড়ো করছিলেন তাঁর নাম গঙ্গা গোরামী। বয়স ২৮ বছর। স্বামী : সঞ্জয় গোরামী। কৃষি শ্রমিক। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। গ্রাম: মোক্তারপুর, থানা: জীবনতলা। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম, এগুলো কী হবে?

--বিক্রি হবে।

--কীভাবে বিক্রি হবে? কে কিনবে?

--সবশুদ্ধ শুকনো করে বিক্রি করব। বাইরে থেকে ব্যাপারি আসে এগুলো কিনতে।

--ব্যাপারিরা কোথা থেকে আসেন? কী ভাবে দাম ঠিক হয়?

--ব্যাপারিরা আসে আশপাশের গ্রাম থেকে। শুকনো ব্রাহ্মীশাক আমাদের কাছ থেকে ১৪ টাকা করে কিলো কিনে নিয়ে যায়।

--দিনে কয় ঘন্টা করে খাটতে হয়? রোজগার হয় কত? জানতে চাইলাম।

--পাঁচ-ছয় ঘন্টা করে। দিনে গড়ে আয় হয় শ'দুই টাকা।

গঙ্গার মতো কাছাকাছি গ্রামের আরও অনেক মেয়েরা এভাবে রোজগার করে সংসারে সাহায্য করছেন। এই মহিলাদের, যাঁদের জমি থেকে ব্রাহ্মীশাক তুলছেন, এর জন্য তাঁদের কোনও পয়সা দিতে হয় না।

সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে ঘুরে লক্ষ করেছি, গরিব পরিবারের মহিলাদের সংসারে অবদান অসামান্য। তাঁরা ঘরদোরের কাজকর্ম সেরে, ছেলেপুলে সামলে, সুযোগ পেলেই উপার্জনের জন্যে বাইরের যে কোনও ধরনের কাজকর্মও করেন। তাঁরা চাষে-দাওয়ায় কাজ করেন। তাঁরা সুন্দরবনের নদ-নদী-খাল-খাঁড়ি-জঙ্গলে পুরুষদের সঙ্গে মাছ-কাঁকড়া ধরছেন, মোম-মধু সংগ্রহ করছেন। আবার বিভিন্ন জলাশয় থেকে কঠোর পরিশ্রম করে ডুবে ডুবে গেঁড়ি, গুগলি, শামুক ইত্যাদি তুলে হাটেবাজারে বিক্রি করে সংসারে সাহায্য করছেন। আমরা এঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। খোঁজ-খবরও রাখিনা।

আন্দুলিয়ার মনোয়ারা বিবি এবং নিয়তি'রা ঋণ নিয়ে পাকা শৌচাগার বানাচ্ছেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার আন্দুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে পালপাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। গাছের তলায় জনা সাতেক শিশু বসে আছে। বছর পঞ্চাশ-এর একজন মহিলা তাদের আগলাচ্ছেন। জানতে চাওয়ায়, মহিলা নিজের নাম বললেন, মঞ্জুলী দত্ত। ২২ বছর ধরে এই কাজ করছেন। তিনি বললেন, 'এমনিতে এখানে ১৭-১৮ জন পড়ে। তবে, খাওয়ার সময় ৬০ জন খানিক হয়।' যেখানে শিশুরা পড়ছে, তার পেছনে একটা উনুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রান্না চেপেছে। এক বৃদ্ধা রান্না করছেন। শিশুদের কাছে একটা কুকুর ঘুর ঘুর করছে। হয়তো খাবারের সময়টা তার জানা।

এছাড়াও, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য পরিবেশ কেমন? এর সামনে পালপাড়া ধর্মতলা থেকে রাজবংশী পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা। ছবি তুলতে দেখে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এলেন। তাঁদের অভিযোগ, 'পনেরো দিন বৃষ্টি নেই, তারপরও এখানে এক হাঁটু কাদা।' এখানকার তারকনাথ পাল গুছিয়ে কথা বলেন। তিনি বললেন, 'এই রাস্তা সারানোর জন্য বহু জায়গায় দরবার করেছি। যার কাছেই যাই তিনি বলেন, স্কিমে দেওয়া আছে, হয়ে যাবে। এইভাবেই তো কেটে গেল বেশ কয়েক বছর।'

তারক পালেরা গ্রামের সাধারণ মানুষকে বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তৈরির কাজে উৎসাহিত করেন। এই কাজে তাঁদের নানারকম অভিজ্ঞতা। 'বাড়িতে পায়খানা ঘর বানানোর আগে পায়খানার জন্য বেলপুকুরের মাঠে যেতাম। এখন সেই কথা মনে পড়লেই ভয় আসে।' শাসপাড়ার মনোয়ারা বিবি (৩৮) একটা ছেঁড়া মাদুরে বসে কথা বলছেন। তাঁর স্বামী শের আলি কৃষি শ্রমিক। মনোয়ারা শৌচাগারের জন্য কান্দি জীবধরপাড়া মহিলা উন্নয়ন সমিতি থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা লোন নিয়েছেন। শৌচাগারের জন্য আগে থেকে গর্ত খোঁড়া ছিল। কিছু ইট, বালিও বাড়িতে ছিল। 'তাই ঝামেলা কম পোয়াতে হয়েছে। খরচও খানিকটা কম হয়েছে।' বললেন, মনোয়ারা। স্বামীর চিকিৎসা এবং গরু কেনার জন্য সমিতি থেকে আট হাজার টাকা লোন নিয়েছেন। এরজন্য মাসে মাসে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা কিস্তি দিয়ে টাকা শোধ করতে হয়।

শের আলি এবং মনোয়ারার দুটো মেয়ে। একজনের বয়স ১৫, ক্লাস টেনে পড়ে। অন্যজনের বয়স ১১। ক্লাস সিক্সে পড়ে। মেয়েরা কেমন পড়ে? 'ফেল করে না এটাই জানি। আর কিছু বলতে পারবনা।' নিরক্ষর মনোয়ারার ছোট্ট উত্তর। 'তবে বড়টাকে আর পড়াব না। ৩০০ টাকার টিউশান দিতে হয়। কোথা থেকে এত টাকা পাব?' টিউশান কেন দিতে হয়? 'তা জানি না। সেকথা মেয়েই বলতে পারবে।' বড় মেয়ে রিনাকে মনোয়ারা এবার ডেকে এনেছেন। রিনা বলেছে, 'বন্ধুরা চাপ দেয় আমাকে। বলে, তুইও টিউশিনি পড়বি চল। বাড়িতে একা একা পড়বি কেন? তাই যাই।' মনোয়ারা মেয়েদের কলেজ পর্যন্ত পড়াতে চান। তাঁর স্বপ্ন আছে। তাই তিনি 'তাজমিরা স্বনির্ভর দলে'র সদস্য হয়েছেন। পাঁচ বছর ধরে টাকা জমাচ্ছেন। এখন তাঁর প্রতি মাসে সঞ্চয় ৫০ টাকা করে। মনোয়ারার পরিবারকে দেখেই তাঁর প্রতিবেশীরাও বাড়িতে শৌচাগার বানাতে চাইছেন। মনোয়ারার পড়শি শের মহম্মদ (৪২) ভ্যান রিক্সা চালান। তিনিও বাড়িতে শৌচাগার বানাবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সের মহম্মদ-এর স্ত্রী আঙ্গুরা বিবি মিনার স্বনির্ভর দলের সদস্য। সমিতি থেকে ৬০০০ টাকা লোন নিয়ে স্বামীর জন্য রিক্সা কিনেছেন। আবার সেই সমিতি থেকে লোন নিয়েই বাড়িতে শৌচাগার বানাবেন।

যাওয়া আসার পথে পথে

নিয়তি পালের স্বামী নামে ধনী হলেও বাস্তবে ভূমিহীন। ধনী পাল চাষের লেবার। 'রোজগার বলতে কোনোরকমে হাত পা খেয়ে খাওয়া।' বলছেন নিয়তি। তবে ১২ হাজার টাকা খরচ করে শৌচাগার বানিয়েছেন। অত টাকা খরচ করলেন কেন, কম টাকায়ও তো হত? 'একবার খরচ করে না করলে বারে বারে করতে পারবনা তো।'

নিয়তি এক হাজার টাকা লোন নিয়েছেন সমিতি থেকে। বাকি টাকা শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ দিয়ে ধার নিয়েছেন। বন্ধক ছাড়াই এই লোন পেয়েছেন। 'এখন সমিতি থেকে লোন পাওয়া যায় বলে গ্রামের মহাজনদের আর বন্ধক দিতে হয় না। তবে এই টাকা কী করে শুধব ভাবছি!' সমিতিতে নিয়তির সঞ্চয়ও বেশি নেই। মাত্র সাত মাস 'ফুল্লরা স্বনির্ভর দল'-এর সদস্য হয়েছেন। নিয়তি, মনোয়ারা-রা লড়াইটা করছেন নিজেদের নিয়তি ফেরানোর জন্য।

মাঙ্গলিকী

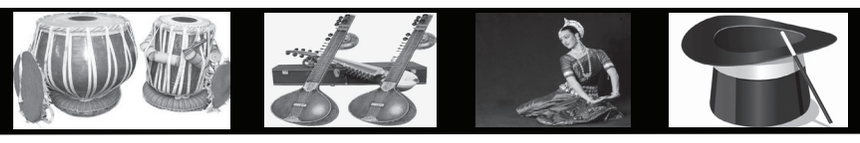

আকাশ বলাকার আসর

সেদিন ছিল রাখী পূর্ণিমা; সেই সন্ধ্যায় আকাশ বলাকা সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সভা জমে উঠল ২৯ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর অংশগ্রহণে। শ্রীকৃষ্ণের ভজন দিয়ে আসর শুরু হল। গাইলেন দেবযানী সমাদ্দার। দেবনাথ পোড়ে তাঁর ভাষণে বললেন রাখী বন্ধনকে ছুঁয়েই স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা— রাখী বন্ধনেরই মাধ্যমে মানুষকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে হবে, তাতে যেন থাকে হৃদয়ের স্পন্দন... রাখী বন্ধন নিয়েই ছন্দময় স্বরচিত কবিতা শোনালেন কানন পোড়ে (বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে এক ব্যতিক্রমী দম্পতি)। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ময়না কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন তাঁর সমৃদ্ধ ভাষণে রাখী পূর্ণিমার বিভিন্ন আঙ্গিকের কথা বললেন। উল্লেখ করলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা; বাবরকে রাজপুত রমণীর রাখী পরিয়ে দেবার কথা— বাবরের অসুস্থতার সময় সেই রাজপুত ভগ্নীর সেবার কথা— অসাধারণ ভাষণ দিলেন ডঃ বর্ধন। পরে শোনালেন অতি মননশীল স্বরচিত কবিতা, 'আজ আমি?' আরও শোনালেন রাখী বন্ধনের প্রেক্ষাপটেই রচিত অনবদ্য কবিতা, 'একটা সাদা কাগজ' (২১শে ফেব্রুয়ারীও উজ্জ্বল এই কবিতায়)। বালিকা কন্যা দিশারীর সুন্দর গল্প পাঠ করলেন বাবা প্রবীর নন্দী (কিছুটা বাবা লেখাটা সাজিয়েও দিয়েছেন— স্বাভাবিক), নিতাই মৃধার কবিতা (রাখী উপলক্ষে রচিত) 'আমার স্বর্গদ্বার' ভাল লাগলো। রাখি বন্ধনের দিনকে কেন্দ্রে রেখেই নজরুলকে স্মরণ করলেন তারাশঙ্কর দত্ত। ময়লা ছেঁড়া কাগজে লেখা নজরুল একটি কবিতা শুনিয়েছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে — সেই কবিতাটি হল 'বিদ্রোহী'— কবিতার অংশ বিশেষ পাঠও করলেন শ্রীদত্ত — অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ বাংলা কবিতার ইতিহাসের এক অংশ বিশেষই আসরকে উপহার দিলেন তারাশঙ্কর দত্ত—অভিবাদন! বালিকা সুরঞ্জিতা মণ্ডলের আবৃত্তি কবি সুকান্তর 'প্রার্থী' সকলের হৃদয় ছুঁল।

চা জলযোগের বিরতির সময়ে আড্ডার মেজাজে 'বিদ্রোহী' কবিতাটিরই বিষয়ে আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখলেন সাহিত্য বাসরের আহ্বায়ক, 'আকাশ বলাকা' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল গুহ। সংগঠনের সভাপতি লেখক বিনয় দত্ত আসরের উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, এই আসরে দিনে দিনে বহু কবি, লেখক সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করছেন দেখে তিনি সভাপতি হিসাবে অবশ্যই খুবই প্রীত। সুব্রত ভট্টাচার্য্যের পূণেন্দু পত্রীর কবিতার আবৃত্তি ভাল লাগল। পামেলা সরকার শোনালেন তাঁর হৃদয় স্পর্শী কবিত, 'রিনির বাবা'। তরুণ কবি বিশ্বনাথ প্রামাণিকের স্বরচিত কবিতা 'খবরের পাতা' ভাল লাগল। সুনীল গুহ শোনালেন কয়েকটি রস সমৃদ্ধ অণু কবিতা। যথারীতি আসর জমিয়ে দিলেন সুকুমার মণ্ডল তাঁর রম্যরচনা পাঠে নাম 'প্রেমের ফাঁদে'। যাযাবর পাখিদের নিয়ে সুন্দর রসসমৃদ্ধ নিবন্ধ পড়লেন অশোকেশ মিত্র — নাম, 'বাসা বনাম ভালবাসা'। এদিন আরও গান শুনিয়েছেন মিনু প্রধান (নজরুল গীতি), বিমল চক্রবর্তী ('আমরা এদেশ গড়ে তুলবো'— সুনীল গুহর রচনা, গণসঙ্গীত ধর্মী সুর দিয়েছেন তিলক ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ। আরও বিবিধ পাঠে ছিলেন অতুল কর্মকার, জ্যোতিন্দ্রনাথ সরকার, সুবীর সরকার, গণেশ সরকার, মৌমিতা মণ্ডল, গণেশ সরকার, গুণেন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিখা সরকার প্রমুখ। 'এই আসরে আসতে ভাল লাগে' বললেন প্রদীপ গুপ্ত (কিছু পাঠ করেছিলেন কি?)।

খন্যানে 'জাগরণ' উৎসব

মলয় সুর, পাড়ুয়া : সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ কালীপুজোর দিন থেকে শুক্ত পঞ্চমী পর্যন্ত পালন করে 'সরাই পার্বন'। এই পার্বনের শেষ দু'দিন বসে জাগরণ মেলা। খন্যান হুল ময়দানে প্রতিবছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন শুরু হয় জাগরণের মেলা। এই মেলা পরিচালনা করে তালডাঙা সিধু-কানু অ্যাকাডেমির সদস্যরা। ১৯৭২ সাল থেকে খন্যানে এই উৎসব চলছে। আদিবাসী নারী পুরুষ ধামসা-মাদলের বাজনার তালে তালে কোমর দুলিয়ে একে অপরের হাতে হাত রেখে গোল বেষ্টনী তৈরি করে নাচে। এরই সঙ্গে সাঁওতালী ভাষায় গান গাইতে গাইতে নাচ চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। একে সুর হায় নৃত্য বলে। এই পরব সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় উৎসব। ঘন্যানের আশেপাশের গ্রাম বড় সরশা, ছোট সরশা, মাখান্ডি, পাড়ুয়া, মান্দারন, তালাড়ু থেকে হাজার হাজার মানুষ এই মেলায় আসেন। এমন কি উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, নদিয়া, মেদিনীপুর থেকে ও আদিবাসী নারী-পুরুষ রাত জেগে ওই উৎসব পালন করতে আসেন। এক সময় জাগরণের মেলায় শুধু আশেপাশের গ্রামের আদিবাসী মানুষজন আসতেন গরুর গাড়ি করে। কেউ বা পায়ে হেঁটে। আর তাদেরই প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা বর্তমানে মেলায় আসছেন স্করপিও, সুমো, অলটো, বাইক, মারুতি চড়ে। আরও পুরুষরা আসতেন হাঁটুর ওপর ধুতি পড়ে। মহিলারা আসতেন লালপাড় কোটা ছোট শাড়ি পড়ে এখন আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা, যুবক যুবতীরা হাতে দামি মোবাইল নিয়ে স্কুল-কলেজের বন্ধু বান্ধবীদের হাত ধরে জিনস্ টি-সার্ট, সালোয়াড় পড়ে মেলায় আসছেন। এদের বেশির ভাগ আদিবাসীরা বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক, রেল, স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা। সরকার এঁদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন।

পশ্চিম পুটিয়ারীর সাহিত্যসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩রা অক্টোবর ২১ জন কবি, লেখকের উপস্থিতিতে জমে উঠল পশ্চিম পুটিয়ারীর মাসিক সাহিত্য সভা। সুজিত দেবনাথের লেখা, জয়ন্তী দেবনাথের সুরাপিত গান, 'এই কৃষ্ণচূড়া' গানটি পরিবেশন করলেন শেফালি সরকার ও গণেশ সরকার— এই গানের মাধ্যমেই আসর শুরু হল (সুজিত দেবনাথ সম্পাদিত নূতন সাহিত্য পত্রিকা 'কৃষ্ণচূড়া'-কে নিয়েই এই গানটি লেখা হয়েছে)। এদিন আসরে প্রথম এলেন কবি নমিতা মণ্ডল। অতি আধুনিক বিস্তৃতি সমৃদ্ধ কবিতা 'বেঁচে আছে' ভাল লাগল। জে. এন. রায়ের আধুনিক মেজাজ সমৃদ্ধ 'আগমনী' কবিতাটি খুবই মজাদার।

কানন পোড়ের কবিতাটি সকলেরই হৃদয় ছুঁল। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে, গান্ধীজির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক বক্তব্য সমৃদ্ধ অতি মনোগ্রাহী ভাষণ দিলেন দেবনাথ পোড়ে (বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতে 'শ্রী ও শ্রীমতী পোড়ে দম্পতি সুনিশ্চিত ভাবে এক ব্যতিক্রমী দম্পতি)। দারুণ মজাদার, একই সাথে রূপকধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক গল্প শোনালেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল। এ মাসের দিনপঞ্জীতে বহু মনীষীর নাম উল্লেখ করলেন সন্তোষ সরকার। স্বরচিত মজাদার কবিতাও শোনালেন। বাউল সুর ধর্মী স্বরচিত হৃদয়স্পর্শী আরও গান শোনালেন গণেশ সরকার। ৮৫তে পা দিয়েও তরজার প্রাণ ঢালা গান শোনালেন সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য। লীলা শীলের 'দিদির বিয়ে' কবিতা জমল না। তারাশঙ্কর দত্ত শোনালেন ৩৫ বছর আগে লেখা তাঁর প্রথম কবিতা 'স্মৃতি' — অনবদ্য রচনা। সুজিত দেবনাথ শোনালেন স্বরচিত, স্বসুরাপিত শ্যামা সঙ্গীত সকলের হৃদয় ছুঁল গানটি। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন জীবন থেকে নেওয়া কৌতুক কাহিনী, 'কেনরে তুই ফিরে এলি!' (সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত)। রঞ্জিত দাশের আগমনী গান ছিল খুবই দরদী। এদিন আসর সঞ্চালনা করলেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। বিভিন্ন জনের পাঠের গঠনমূলক অতি উজ্জ্বল সমালোচনা করলেন। মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে অতি তথ্য সমৃদ্ধ, মনোগ্রাহী বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর এই ভাষণ তো প্রবন্ধাকারে কোনও সমৃদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিৎ? এ ছাড়াও এদিন বিবিধ রসের কবিতা শোনালেন লাবণী মান্না, সন্ধ্যা ধাড়া প্রমুখ। শাশ্বতী পাল ব্যানার্জীর কাওয়ালি ধরনের (?) রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পৃক্ত কবিতা 'আঁধারে আলো' যেন 'কেমন তরো'! আরও কবিতা শুনিয়েছেন শেফালি সরকার, আরতি দে প্রমুখ। এদিন আসরে পার্থ সেনগুপ্তের 'স্পন্দন', সুনীল গুহর 'আকাশ বলাকা' সাহিত্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার প্রকাশ ঘটল।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

জনসমুদ্র

(সম্পাদক – ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন/শারদ ১৪২২) ছেচল্লিশতম বর্ষের শারদ সংখ্যাটি শীর্ণকায় কিন্তু সাহিত্য-সাধনার ধারাটি সমান গতিতে প্রবাহমান। নিত্যানন্দ দাস, হিটলার হিরী আভি, সুনীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন প্রমুখের লেখা তো রয়েছেই, সঙ্গে বাড়তি পাওনা পি সি সরকার(জুনিয়র)-এর লেখা ছোট্ট চুটকি ছড়া। শেষ পাতায় সুকুমার মণ্ডলের রম্য রচনাটি (মশা-পুরাণ) স্বাদ বাড়িয়েছে। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৪৪এ, নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০ ০৯২/৯৪৩৩১৩৫৫৬৫)

ভোরের আকাশ

(১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা শারদ ১৪২২ – সম্পাদক দা-ভাই) ছোটদের জন্য আলাদা পত্রিকার সূচনা হল যুগ সাগ্নিকের ছত্রছায়ায়। নিঃসন্দেহে সাধু উদ্যোগ। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়া সকলের মন ভরিয়ে দেবে। এছাড়াও রয়েছে রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, বিধান সাহা, বর্ণালী সেন (রাত্রি) প্রমুখের মন-উদান করা কবিতা। প্রদীপ গুপ্তের গল্পটি ছোটদের ভালো লাগবে। অরুণ বন্দ্যোপায়ের জাদু-নিবন্ধটি মুদ্রণ-প্রমাদের নির্মম শিকার। বিপজ্জনক আরও অনেক ভুল বানান চোখে পড়ল অন্যান্য লেখাতে। জষ্ঠি কিংবা জৈষ্ঠ মাস জ্যোষ্ঠি হয়েছে ইন্দ্রাণী বিশ্বাস মণ্ডলের আম কবিতায়। শুভাশীষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি কি ছোটদের জন্য?

কৃষ্ণচূড়া

(সম্পাদক সুজিত দেবনাথ/প্রথম বর্ষ শারদ ১৪২২ সংখ্যা) – একটি নতুন ষাণ্মাষিক পত্রিকার প্রকাশ হল। সাহিত্যের প্রায় সব ধরনের নমুনাই হাজির এখানে। কবিতা-ছড়া-গল্প-নিবন্ধ-ছোটদের পাতা-প্রশ্নোত্তর-রান্নাবান্নার টুকিটাকি মায় বিভিন্ন সংবাদ ও হারানোপ্রপ্তি নিরুদ্দেশ-এর ঘোষণা-সবই হাজির। বড় ফরম্যাটে পাতার সংখ্যাও শতাধিক। এরপরও এটি কে লিটল ম্যাগাজিন আখ্যা দিতে এই সমালোচক বেশ দ্বিধাগ্রস্থ। রত্নেশ্বর হাজরা, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ নামীদের পাশাপাশি আরও বহু কবি তাঁদের উজ্জ্বল সৃষ্টি হাজির করেছেন। প্রায় দেশ-শতাধিক কবিতা থেকে আলাদা উল্লেখ করা প্রায় দুঃসাধ্য। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (রসিক নজরুল), সন্তোষ সরকার (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)। চমৎকার নিবন্ধ লিখেছেন। মিলন নির্ঝর মৃধা-র নিবন্ধটি (সবর, সাঁওতাল) কিঞ্চিৎ বিস্তারিত হলে আরও উপভোগ্য হতে পারতো। কর্পোরেট হাসপাতালের অমানবিক মুখের কথা একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, কিন্তু সরকারী হাসপাতালেও তো মুখ দেখানোর জো নেই, রোগীরা যাবেন কোথায়? চিত্তরঞ্জন দেবভূতি-র নিবন্ধটির অন্তর্ভুক্তি (গোর্খাল্যাণ্ড) দেখে আশঙ্কা হচ্ছে। লেখক গোর্খা দের মধ্যে চুরিচামারীর প্রবণতার কথা লিখেছেন। কিন্তু আমরা জানি বিশ্বস্ততার জন্য নেপালীদের খ্যাতি আছে। তাহলে কোন তথ্যটি ঠিক। মোট ২৩টি ছোট গল্প রয়েছে কিন্তু অধিকাংশই নিতান্ত দুর্বল, পাঠকদের টানে না। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী, সুগত চৌধুরীর গল্প মনে রেখাপাত করে। অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও সুকুমার মণ্ডলের মজার গল্প দুটি পাঠকদের মনে সরসতা ফিরিয়ে আনবে। সম্পাদকের লেখা অন্তরালে গল্পটি স্ব-বিরোধিতায় ভরা। লেখক লিখেছেন, বাবা-মা-হারা অনুরাধার কাকা-কাকীমা স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে মানুষ করেছেন তাহলে হঠাৎ করে তাঁরা সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবে কেন। অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহের চেষ্টা কেনই বা করবেন। শেষপর্যন্ত পাচারকারী দলের হাতে স্নেহের ভাইঝি-কে তুলে দেওয়ার মত ঘৃণ্য অপরাধে কেন তাঁরা নিজেদের জড়াবেন তা বোঝা গেল না। গল্পের শেষপর্বে ফোকাসটি গিয়ে পড়ল মাধুরী নামে গোয়েন্দা পুলিশের ওপর, নায়ক সেখানে দর্শক মাত্র। পত্রিকার সর্বাঙ্গে বানান ভুলের ক্ষতচিহ্ন। আপাদমস্তক ভুল বানানে ভরা পত্রিকা বাংলা ভাষার উন্নতি-তে কিভাবে সামিল হবে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১০/৩ নেতাজি নগর, কলকাতা ৭০০ ০৪০/৯৪৩২৩২৭১৪৫)

নতুন প্রভাত

(শারদ ১৪২২-সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায়) বেশ বড় আয়তনের পত্রিকাটির প্রচ্ছদ প্রথম দর্শনেই নজর কাড়ে। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের সূচনা ও বাংলা ভাষার উচ্চারণ বিপর্যয়ের নানা দিক তুলে ধরেছেন যথাক্রমে মঞ্জুলা ভট্টাচার্য ও ডঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস। অমিত কাশ্যপের নিবন্ধটি (বাংলা সাহিত্যের কল্লোল যুগ...) সংরক্ষণযোগ্য। গল্প/অণু গল্প মিলিয়ে এক ডজন রয়েছে কিন্তু সেগুলো মন ভরালো না। গল্প বলার পদ্ধতি সেই মান্ধাতা আমলের রয়ে গেছেন। তপন তরফদারের গল্পটি কিছুটা মান বাঁচিয়েছে। কবিতায় কিংকর চন্দ্র রায়, মদন ভড়, বসুমিত্র দত্ত, ডঃ সাধনা সরকার, অপরেশ মণ্ডল, বাসুদেব বসু প্রমুখ উল্লেখ্য। ছোটদের জন্য অনেক গুলো লেখা রয়েছে কিন্তু সেগুলো গোটা পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ছোটদের কি খুঁজে খুঁজে পড়ার ধৈর্য থাকবে। বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী লেখা সাজিয়ে নিলে পাঠকদের সুবিধা হয়। ৩৬ বছর অতিক্রান্ত পত্রিকার পক্ষে সেটা আদৌ অসম্ভব নয়কো। (পত্রিকার ঠিকানা – শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায়, জগদীশপুর হাট, হাওড়া-৭১১ ৩২৮/ফোন – ৯৮৩১৯৭০৩৩৯)

অরূপ রতন

জ্ঞান ও চেতনা

(আশ্বিন ১৪২২-সম্পাদক নমিতা মিশ্র) – কচিপাতা বিভাগে মহঃ আলী বুলবুল, রিয়া মিশ্র ভালো লিখেছেড়। ঋতশ্রী দাসের কবিতাটি বাংলা অক্ষরে হিন্দী কবিতা, ওই ধরণের খিছুড়ি-ভাষার প্রবণতা বাংলা ভাষার অন্তর্জলী যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। সুব্রত সুন্দর জানার কবিতাটি সুন্দর কিন্তু ছোটদের বোধগম্য হবে কি। কবিতায় প্রণবেশ সরকার, শেফালী সরকার, নির্মল নিয়োগী, নন্দিতা সিনহা, সুতপা দেবনাথ, বিকাশ বিশ্বাস প্রমুখ মনোগ্রাহী রচনা উপহার দিয়েছেন। কয়েকটি গল্প রয়েছে কিন্তু সেগুলি অতি ব্যবহৃত ক্লিশে, আধুনিক সময়োপযোগী লেখার বড়ই অভাব। পত্রিকাটি নানা জনহিতকর কাজ করে চলেছে, পত্রিকায় হয়েছে তার কিছু সচিত্র বিবরণ (পত্রিকার ঠিকানা – গ্রা ও পো : মাসুন্দী, জেলা- বর্ধমান-৭১৩ ১২৯/৯৮৩০৩৭৯৫৩৯)

ভোরের আলো

(পরিতোষ সামন্তের ছোটদের জন্য কবিতা/ছড়ার বই – সবুজবার্তা প্রকাশনী, দুর্বাচটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দাম ৮০ টাকা) ছোটদের পাঠোপযোগী প্রচুর ছড়া রয়েছে। দুর্গাপুজা, প্রকৃতি, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, পশু পাখী এমন কি ভূত-প্রেতও বাদ যায় নি। ঝরঝরে লেখা ছড়াগুলি সহজ-পাঠ্য ও সহজ বোধ্য।

বিপ্লব পৃথিবী

(পরিতোষ সামন্তের কবিতা সংকলন – সবুজবার্তা প্রকাশনী, দুর্বাচটি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দাম ৭০ টাকা) পৃথিবীর কথা সেই সঙ্গে ধরিত্রী-তে বসবাসকারী মানুষদের কথা মরমী ভাষায় তুলে ধরেছেন। আজকের পৃথিবীকে নানাদিক থেকে বিপন্নতা ও বিপর্যয় গ্রাস করছে। পরিবেশ ধ্বংস তো হচ্ছেই, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনুষ্যত্ব, বিবেক। পুড়ছে বিবেক, বিদগ্ধ সমাজ, সামনের অন্ধকারটার কথাও যেমন বলছেন তেমনি সঠিক পথ, প্রতিকা, প্রকৃত পথের কথাও লিখেছেন। কবিতাগুলি পাঠকদের মনে বাঞ্ছিত আবেগ তুলবে।

– গ্রন্থকীট

প্রাণী বিকাশ সপ্তাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী: ১৩-১৯ নভেম্বর '১৫ রাজ্য ব্যাপী ১৯তম জাতীয় প্রাণী সম্পদ বিকাশ সপ্তাহ পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির পক্ষে ব্লকের ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০০ জন মহিলাকে ২০টি করে মোট ৮০০০ মুরগির বাচ্চা দেওয়া হয়। প্রত্যেক গ্রহীতা মুরগির সঙ্গে ৫৫৫ টাকার ঔষধ, জলের পাত্র ইত্যাদি দ্রব্যাদি দেওয়া হয়, জানিয়েছেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ উন্নয়ন আধিকারিক ডাঃ সৌমিত্র কুমার ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুরগি বিতরণ হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রতিমা মণ্ডল (সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ সমিতি), মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ নস্কর, প্রবাসী বাঙালি মাননীয় গণেশ সেনগুপ্ত (বিশিষ্ট সমাজসেবী)। এছাড়া ছিলেন সমাজসেবী শিক্ষক বিশ্বজিৎ মহাকুড়, স্বপন পট্টনায়েক স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে প্রভাকর সাউকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীবন্ধু হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।

সাগরে শারদ সম্মান

অশোক কুমার মণ্ডল, সাগর দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ১৭ নভেম্বর ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের ২৩টি সার্বজনীন দুর্গা পুজো পরিক্রমা করে সারদ সম্মান প্রদান করা হল রুদ্রনগর ব্লক বাজারে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে। প্রতিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ শারদ সম্মান লাভ করেছে হরিণবাড়ী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। সেরা মণ্ডপ সজ্জায় সম্মানিত হয়েছে স্থানীয় অহল্যা ক্লাব পরিচালিত রুদ্রনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। শুধুমাত্র খড়ের দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা গড়ে অভিনব শারদ সম্মান পেল মুড়িগঙ্গা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এছাড়াও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আলোকসজ্জা, জনসেবামূলক কাজ প্রভৃতিতে বিভিন্ন পূজো কমিটিকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীমতী সন্দাক্রান্তা মহলানবীশ, সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি প্রমুখ। আয়োজক সংস্থার সাগর শারদ সম্মান কমিটির সম্পাদক জয়দেব দাস বলেন যে, গত ১৪ বছর ধরে এই সম্মান প্রদান করা হয়ে আসছে। সংস্থার প্রধান পৃষ্টপোষক বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের অকুণ্ঠ আর্থিক সহযোগিতায় ও স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমী জনগণের সাহায্যে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। এই অভিনব অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে কপিল মুনির লীলা ক্ষেত্র সাগর ব্লকে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

'পথের পাঁচালী'-র ষাট বছর

বিকাশ ভট্টাচার্য

বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' বসুশ্রীতে মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। এ বছর 'পথের পাঁচালী' মুক্তির ষাট বছর। দৃশ্যকলা বিষয়ের ছাত্র, কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকির করা এক যুবক বানালেন এক আপাদমস্তক দীর্ঘ কবিতা। শোনা যায়, এ ছবি তেলার সময় উপযুক্তমানের মজবুত ক্যামেরাও তাঁর আয়ত্তে ছিল না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধ্রুপদী সাহিত্যকর্মের চিত্ররূপ দেওয়ার পেছনে এক কাহিনী আছে। সত্যজিৎ জায়া বিজয়া রায় 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে' রচনায় লিখেছেন, 'পথের পাঁচালী'কে ঘিরে আমাদের আবেগ, উত্তেজনা আর ভালবাসার স্মৃতি অফুরান, বিশেষত সম্ভাবনার সূচনাটি বড়ই মধুর।

মানিক তখন ডিজে কিমার-এর চাকরি করেন। ১৯৫০ সালে অফিস থেকে প্রস্তাব এলো লন্ডন যাবার। আমার শাশুড়ি মা বললেন, মানিক একা যাবে কেমন করে? মামনিও সঙ্গে যাক। মানিক

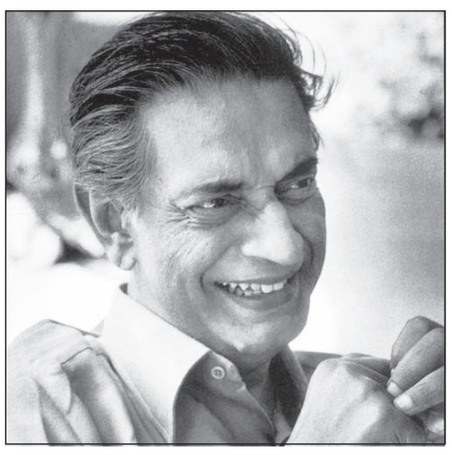

বললেন, সে আবার হয় নাকি? অফিস বলল, কেন হবে না। নতুন বিয়ে হয়েছে তোমাদের। মনে করো এটা আমাদের পক্ষে হনিমুন গিফট। তখন তো আর এত প্লেন-টেন হয়নি। যেতে হলো জাহাজে। তবে সে অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। এত ভাল লেগেছিল। লন্ডনে কাজের ফাঁকে আরও অনেক ছবির সঙ্গে ডি সিকা'র 'বাইসাইকেল থিবস' দেখলাম।

এই ছবি দেখেই ফিল্ম করবার ভাবনা মাথায় আসে মানিকের। আর, বিলেত যাত্রার সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর, সিগনেট-এর দিলীপকুমার গুপ্ত-ডি কে ওঁকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বইটি দিয়ে বলেছিলেন, এর কিশোর সংস্করণ 'আম আঁটির ভেপু'র জন্য অলঙ্করণ করে দিতে। 'পথের পাঁচালী' মানিক আগে পড়েননি শুনে একটু বকেও দিয়েছিলেন। যাবার পথে সময় হয়নি। ফিরবার সময় মানিক জাহাজে বইটি পড়লেন। পড়ে একেবারে অভিভূত। এবং উত্তেজিত। বললেন আমার সিনেমার জন্য এ একেবারে আদর্শ বই। কম খরচে করাও যাবে। সবটাই আউট-ডোর শুটিং। স্টুডিও ভাড়া করতে হবে না। প্রফেশনাল অভিনেতা-অভিনেত্রী নেব না। সব বন্ধু-বান্ধব। কম পয়সায় সিনেমাটা হয়ে যাবে। সুতরাং কলকাতায় ফিরেই শুরু হয়ে গেল ছবি তৈরির তোড়জোড়। কিন্তু কম পয়সায় হবে বললেও তো সেই পয়সাটুকুও চাই। নিজেদের যা কিছু সঞ্চয়— ভাল ভাল আর্টের বই, রেকর্ড, ইনসুরেন্স পলিসি— সব বিক্রি করা হলো। আর আমার গয়না বিক্রি করা হয়নি যদিও, বন্ধক দেওয়া হয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে আমাদের খুব অন্তরঙ্গ বলাই চ্যাটার্জী, নির্মল চ্যাটার্জী, প্রশান্ত কুমার মহলানবীশের ভাই বুলা মহলানবীশ টাকা ধার দিয়েছিলেন। আর টাকা দিয়েছিল কিশোর। কিশোর কুমার। দরাজ দিল কিশোর সে টাকা ফেরতও নেয়নি।

এই হলো বিজয়া রায়ের কথায় 'পথের পাঁচালী'র প্রাক সূচনাপর্ব। শুরু করেও এই ছবির কাজ অর্থাভাবে বার বার বন্ধ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রানা অ্যান্ড দত্ত নামে এক প্রযোজনা সংস্থা ছবিটি প্রযোজনার ও পরিবেশনার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু কিছুকাল পরে তারাও পেছিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, টাকা ফেরত চেয়ে বসলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রযোজনার দায়িত্বে পাওয়া গেল। এত অর্থকষ্টের মধ্যে যে ছবি তৈরি হলো— সেই ছবিটি পরবর্তীকালে, এমনকী আজ পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ আয় করেছে। ১৯৫৯ সাল পর্যন্তই লাভ হয়েছিল বারো লক্ষ টাকা। আজও প্রতি বছর সরকারের ঘরে এই ছবি বাবদ অর্থ জমা পড়ছে। অবশ্য এই লাভ থেকে একটা পয়সাও সত্যজিৎ বা ছবির টেকনিশিয়ানরা পাননি। সত্যজিৎ একবার পরিহাস ছলে বলেছিলেন 'দে গেট মি মানি বাট আই গট ফেইম।'

'পথের পাঁচালী' ছবির সম্পাদনায় ছিলেন তখনকার অভিজ্ঞ প্রবীণ সম্পাদক দুলাল দত্ত। এক স্মৃতিচারণায় উনি লিখেছেন, 'পথের পাঁচালী' প্রথম প্রদর্শিত হলো বিদেশে। জন হস্টন নামে একজন একটা প্রাইভেট শো-তে ছবিটি দেখিয়েছিলেন।তাঁরই আগ্রহে ছবিটি বিদেশে প্রদর্শিত হয়। বসুশ্রীতে প্রথম পাবলিক শো। হল ফাঁকা। মানিকদা বাইরে রুমাল কামড়াচ্ছেন। ওঁর টেনশন প্রকাশের ওটাই ছিল ভঙ্গি। পরে অবশ্য একটু একটু করে ভিড় হতে লাগল। সাতদিন পর আনন্দবাজারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। পঙ্কজ দত্ত রিভিউ করেছিলেন। এদিকে নিউইয়র্ক থেকে খবর এল 'পথের পাঁচালী' সেখানে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। সাগরময় ঘোষ পঙ্কজ দত্তকে খবরটা দিতেই উনি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। মানিকদাকে খবরটা দেওয়া হলো। তারপর তো সব ইতিহাস। আমাদের সব পরিশ্রম, সব উদ্বেগ শেষ। হাতে যেন হীরক খণ্ড পেলাম। ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।'

সৌজন্যে : স্বস্তিকা

পাওয়ার লিফটার শম্পা কানাডা যাচ্ছেন

মলয় সুর

জেদটাই সম্বল। কঠোর অনুশীলন আর একনিষ্ঠতায় ভর করে কিভাবে আর্থিক অনটনের বেড়া টপকে সাফল্য আনা যায় সেটাই দেখিয়ে দিলেন হুগলির উত্তরপাড়া চৌধুরী পাড়ার ডাকাবুকো মেয়ে শম্পা গুহ। আগামী ২৬ নভেম্বর ষষ্ঠ কমনওয়েলথ পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ আসরে আমেরিকার কানাডার ভানকুভার শহরে উড়ে যাচ্ছেন শম্পা। বাংলার সিনিয়র পাওয়ার লিফটিং-এ সাড়া জাগানো তরুণী শম্পা গুহ একমাত্র মহিলা হিসেবে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ভারতীয় দলের ২০ জনের মধ্যে শম্পা ৮৪ কেজি বিভাগে ভারতের দলনেত্রী হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। শম্পা বলেন, 'আমার পরিশ্রম আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি কোথাও। শম্পার সাফল্যের পিছনে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা হলো তাঁর জেদী মনোভাব। শম্পার শুরু শটপার্ট দিয়ে। কিন্তু বালি ফিজিক্যাল কালচারাল ক্লাবের অশোক সেনগুপ্ত শম্পার এবিলিটি দেখে তাকে ইভেন্ট পরিবর্তন করিয়ে পাওয়ার লিফটিং-এ নিয়ে আসেন। সেই থেকেই জয়যাত্রা শুরু। আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

পাওয়ার লিফটার শম্পা গুহ (মাঝখানে)

এরপর রিষড়া ফিজিক্যাল কালচারে শৈলেন ধাবসার কাছে তালিম নিতে শুরু করেন। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েই বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হন। শম্পা নিজের বিভাগে ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া ৫ বার দেশের হয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা পেয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন তিনবার কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে গোল্ড মেডেল পান। এছাড়াও তার ঝুলিতে রয়েছে ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লাসভেগাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৪ কেজি বিভাগে পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় গোল্ড মেডেল। ১৯৯৬ থেকে ২০১৫। দীর্ঘপথ। সাফল্যের শিখর ছোঁয়া। এমন চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্স যাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের জন্য ২০০৫ সালে লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।

১৯৯৭ সালে পুনেতে নাশনালে গোল্ড মেডেল পান। ওই বছরই কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজারে পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি পান। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠেছেন। পাওয়ার লিফটিং অনুশীলন করতে হলে চাই অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত পোশাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণ। প্রয়োজন প্রচুর পরিমানে প্রোটিন আর ভিটামিন যুক্ত খাবার। কেউ যদি স্পনসর করেন তাহলে ভারত পেতে পারে এক বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ। বাবা তুহিন গুহ অবসরপ্রাপ্ত, মা রেবা গুহ গৃহবধূ। শম্পা বলেন, তাদের অনুপ্রেরণায় জীবনে এতদূর এগোতে পেরেছি। ওরা যদি সঙ্গে না থাকত চড়াই-উতরাই পথ পেরোতে পারতাম না। বর্তমানে শম্পা ভবানীপুরে নর্দান পার্কে বালক সংঘে অনুশীলন করছেন। সেখানে অর্জুন সুব্রত দত্ত প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।

হাবাসের মধ্যে বিলার্ডোর ছায়া

দলের জয়ে কোচেদের গুসসাও স্বাগত

কমল নস্কর

হাবাস কা গুসসা কিঁউ আতা হ্যায়? এই প্রশ্নটা কোনও সাধারণের নয়। ফুটবল বোঝে এমন পণ্ডিতের বললেও ভুল হবে। আসলে হাবাস বলে

যে স্প্যানিশ ভদ্রলোকের কাঁধে অ্যাটলেটিকো কলকাতার যাবতীয় ছেড়ে বসে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়রা তিনি মানুষটাই বড় মুডি। যখন তখন রেগে যান, মানে ওই গুসসা করেন আর কি। লাথি খাওয়া কর্তারা তাও দুধেল এই গাইকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না। কারণ এটিকে ম্যানেজমেন্ট জানে যেভাবে হোক কাপটা ঘরে আনতে তাঁর কোনও বিকল্প নেই। এটাই যেন এই স্প্যানিশ ভদ্রলোকের ইউএসপি। তিনি নিজে যে সকলের থেকে আলাদা তা ফুটিয়ে তোলেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে। এমনিতে ক্রীড়াবিদদের এই পালটে যাওয়া মুড বা চরিত্র প্রায় সকল দেশে নামিদামি তারকাদের মধ্যে নজরে পড়ে। সে মারাদোনা হোক বা জিদান, কিংবা টেনিসের বদমেজাজি জন ম্যাকেনরো হোন আর ক্রিকেট দুনিয়ার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। এমন অনেক অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস-আবেগ তাদের জড়িয়ে ফেলে বিভিন্ন বিতর্কের সঙ্গে। নাড়া পড়ে গণমাধ্যমগুলিতে। তাও ফের ঘটনাবহুল ঝামেলায় সংযোজিত হতে থাকে আরও অনেক খেলোয়াড়।

ফুটবল কোচেদের মধ্যে হাবাস সাহেবের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য চোখে পড়ে প্রাক্তন আর্জেন্টেনীয় কোচ কার্লোস বিলার্ডোর। মারাদোনার উত্থানের সময় কার্যত যিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম উপস্থাপক। ১৯৮৬তে মেক্সিকোর মাটি থেকে আর্জেন্টিনার কাপ জয়েগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বিলার্ডো কোচ হিসেবে। সেই কার্লোস নিজেও বেশ রঙিন ঘরানার ছিলেন। যথারীতি বিতর্ক ছিল তার নিত্য সঙ্গী। বেশ মনে আছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে নেহরু কাপ চলাকালীন যে আর্জেন্টিনা দলকে বিলার্ডো হাজির করেছিলেন সে দলে ভবিষ্যতের বেশ কয়েকজন তারকার গ্রুমিং হয়েছিল।

এহেন আর্জেন্টাইনদের মধ্যে ছিলেন গোলকিপার পম্পিদো, স্টপার ব্রাউন, ভালদানো, বুরুচাগার মতো আক্রমণ বিভাগের ভবিষ্যত হিরোরা। ১৯৮৬ তে মারাদোনার নেতৃত্বে, বিলার্ডোর কোচিংয়ে যে আর্জেন্টিনা নেহরু কাপ জিতে নেয় তার অন্যতম স্থপতি ছিলেন এই চতুর্ভুজ। সেবারের ফাইনালে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে দলের তিনটি গোলের মধ্যে অন্যতম ছিল কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে এসে ব্রাউনের সেই অবিস্মরণীয় গোল। এছাড়া আর্জেন্টিনার কাছে দু গোল খেয়েও যখন জার্মান অধিনায়ক হার্ল হেইঞ্জ রুমেনিগে নিমেষের মধ্যে ২-২ করে দেন তখন মারাদোনার জয়সূচক গোলের পাসটা এসেছিল বুরুচাগার পা থেকেই। গোল করেছিলেন ভালদানোও। গোলে নিজের মুন্সিয়ানা তুলে ধরেছিলেন পম্পিদো। এতকিছুর সমষ্টি মারাদোনাকে মহানায়ক করে তুলেছিল। যার ভিত গড়ে তুলেছিলেন কোচ কার্লোস বিলার্ডো। সেই বিলার্ডোকেই নেহরু কাপের সময় দেখা গিয়েছে অতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে রেফারির রোষানলে সাসপেন্ড হয়ে গ্যালারিতে বসতে। অথচ ভালদানো-বুরুচাগাদের সময়কার অত্যন্ত প্রতিভাবান এক ফুটবলার সোনালী চুলের গারেকা পরে হারিয়ে যান ফুটবল বৃত্ত থেকে।

ফিরে আসি বর্তমানে। অতীতের স্মরণী ঘেঁটে এরকম অনেক নজির পাওয়া যাবে। যেখানে কোচেরা বা খেলোয়াড়রা দলের সঙ্গে এতটাই ইনভলভ বা একাত্ম হয়ে ওঠেন যে স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডি তারা অতিক্রম করে ফেলেন। বিশৃংখলার জন্য দল থেকে ছিটকে যাওয়া অবশ্য আরেকরকম। এইজন্যই শচীনের বন্ধু এবং দারুণ প্রতিভাধর হওয়া সত্ত্বেও হারিয়ে যেতে হয়েছে বিনোদ কাম্বলিকে। ফুটবলে গারেকার উদাহরণ তো আগেই দিয়েছি। এই উশৃঙ্খলদের গোত্রে কখনই পড়েন না কার্লোস বিলার্ডো বা অ্যান্টেনিও হাবাসরা। এদের যেটা নেতিবাচক হিসেবে উঠে আসে সেই রাগ বা অসম্ভব উগ্র মেজাজ তা কিন্তু আখেরে দলকেই শক্তিশালী করে তোলে। বিচক্ষণ দুরদর্শী ম্যানেজমেন্ট সেই কোচিংয়ের সাফল্যে সামনে আনতে মুখে কুলুপ আঁটেন। তাই ফিকরুর সঙ্গে তুমুল মত পার্থকের সময়ে টিমের ভালোর জন্য এরা হাবাসকেই প্রশ্রয় যোগান। যা সুদে-আসলে উঠে আসে এটিকের প্রথম আইএসএল-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এবারেও অনেকটা একইরকম ছবি চোখে পড়ছে। টানা হারের মধ্যে দিয়ে লিগ শুরু করা এটিকের বিরুদ্ধে মিডিয়া যখন তোপ দাগতে ব্যস্ত তখন তাকে আরও সময় দেওয়ার নীতি আঁকড়ে ছিলেন সৌরভরা। যার ফলও মিলেছে হাতেনাতে। কয়েকটি ম্যাচের হারের ধাক্কা কাটিয়ে কলকাতা শুধু টুর্নামেন্টে কামব্যাক করেছে তাই নয়, মুম্বইকে সাত গোল মারা জিকোর প্রশিক্ষণাধীন গোয়া এফসিকে ৪-০ হারিয়েছে গোলের মালা পরিয়ে। দ্বিতীয়বারের জন্য আইএসএল ঘরে আনতে মরিয়া দেখাচ্ছেও তাদের। এখানেই হাবাসদের মতো কোচেদের কৃতিত্ব। সে জন্যই ম্যানেজমেন্ট দলের দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে চুপ করে বসে থাকেন। জানেন পেশাদার কোচ ঠিক জ্বলে উঠবেন এবং পুরো দলকে চাগিয়ে তুলবেন।

তাই যারা কটা ম্যাচ হারার জন্য হাবাস এবং এটিকে ম্যানেজমেন্টের বাপবাপান্ত করছিলেন তারাই এখন উলটো সুর গাইছেন। এটাই বোধহয় ফুটবলদেবীও চেয়েছিলেন। হাবাস যে কতটা উচ্চপর্যায়ের কোচ তা বোধোগম্য হয়েছে কলকাতায় প্রথম মরসুম খেলতে এসেই তারকা হয়ে ওঠা দক্ষিণ কোরিয়ান ডু ডংয়ের। তিনি সামনের লেখাও যেন পড়ে ফেলেছেন। ডংয়ের কথা, লোকটা(হাবাস) নিশ্চিতভাবে ম্যাজিক জানেন। দেখবেন, এবারেও না এটিকে আইএসএল ঘরে তোলে। ম্যাচ রিডিংটা বা বৃহৎ অর্থে বলতে কোচিং-রিড করার এই ক্ষমতা ডংয়ের থেকে শিখতে হবে এখানকার বহু প্রাক্তন এবং বর্তমানদের। সমালোচনার ঝড় না তুলে তারা যদি এখন থেকেই হাবাসের থেকে শিক্ষা নীয়ে এগোতে পারেন তা হলে আগামী দিনে কলকাতার সেরা ক্লাবগুলি আবারও ভারত সেরার তকমা পেতে পারেন। নচেৎ মোহনবাগানের মতো ওই তেরো বছর পর একবার জাতীয় লিগ জয়ের 'ললিপপ' নিয়েই খুশি থাকতে হবে। সঞ্জয় সেনদের শিখতে হবে সাফল্য বা ধারাবাহিকতা কিভাবে ধরে রাখতে হয়। কলকাতা ময়দানে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল দত্ত, নইমুদ্দিনদের পরে কোচিং প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা সুভাষ ভৌমিকদের উৎকৃষ্ট মানেও তো পৌঁছানো যায়। সেদিকটাও ভেবে দেখা বিশেষ জরুরি। হাবাস শব্দটার হিন্দি মানে হল কামনা-বাসনা। তা আমাদের এই স্প্যানিশ ভদ্রলোকের এই মুহূর্তের এই একমাত্র বাসনা যে কলকাতা তথা এটিকে-কে দ্বিতীয়বারের জন্য আইএসএল মুকুট পরানো তা বোধহয় জানে ভূ-ভারত।

ওড়িশা বধে পিচের থেকে দিন্দার ভূমিকাও কম নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা দলের ওড়িশা জয় নিয়ে উত্তাল মিডিয়া থেকে চায়ের দোকান সর্বত্র। এই যে বাংলা এভাবে ওড়িশাকে গুড়িয়ে দিয়ে জয় পেল তা নিয়ে অবশ্যই কেউ খুব একটা সরব নন। তার থেকে বেশি সরব সবাই বাংলার জয়ের ধরণ নিয়ে। বিশেষজ্ঞ অংশের বক্তব্য কল্যাণীর যে পিচে ওড়িশা বধ সাঙ্গ করল বাংলা তা আন্ডার প্রিপেয়ার্ড উইকেট। অথচ এইসব দোষারোপের মধ্যে কেউ এটা ভাবল না যে এই এক পিচে তো বাংলার ক্রিকেটাররাও খেললেন। ওড়িশার ব্যাটসম্যানরা যদি অশোক দিন্দার আগুনে বোলিংয়ের মোকাবিলা করতে না পারেন তো কি করা যাবে। ওড়িয়া বোলারদের দামাল বোলিংয়ের দাপটে দুই ইনিংসেই বাংলা খুবই কম রান করল। দুই অঙ্কের রান পেলেন মাত্র কজনই। সুদীপের মতো বর্তমান তারকারাও ডাহা ফেল মারলেন। তাও দোষারোপ সেই নন্দ ঘোষরূপী পিচকে। কেউ একবার ভেবে দেখলেন না, এই ধরণের পিচের গল্প ভারতীয় উপমহাদেশে খুবই 'কমন'। এই যে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টি-২০ এবং ওয়ান-ডে সিরিজে চূড়ান্ত পরাজয়ের পরেও টেস্ট সিরিজ জয়ের পথে তার নেপথ্য কারিগরই সেই পিচের কেরামতি। যেখানে মোহালির মতো দ্রুত গতির বাউন্সি উইকেটও নিমেষে বদলে যায় ঘূর্ণি পিচে। যার মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ প্রোটিয়ারা। সুতরাং নিজের দেশে বা নিজস্ব প্রভিন্স-রাজ্যের হয়ে এমন মনমোহিনী উইকেট সকল সংগঠকই বানিয়ে থাকে। লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণাণের বলে যখন শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিং লাইন আপ তুরুপের তাসের মতো ভেঙে পড়ে তখন চেন্নাইয়ের পিচের সমালোচনা হলেও উঠতি স্পিনার শিবার প্রশংসায় সচিকত ছিলেন সকলেই। একইভাবে কল্যাণীর পিচকে যতই দুষুক সকলে, পাশাপাশি অশোক দিন্দার বোলিং নৈপুণ্যকে তারিফ তো করতেই হবে। বাংলার জয় নিয়ে এত ডামাডোলের মধ্যে ভারতের আফ্রিকা বিজয় নিয়ে একইভাবে বিতর্কের কেন্দ্রে চলে এসেছে সেই পিচ। বলা হচ্ছে পিচের দৌলতে নাকি বাংলা জয় পেয়েছে। যদিও এই মত উড়িয়ে দিচ্ছেন ভারতের জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অশ্বিনের কথায় পিচ নিয়ে বেশি কথা না বলে ভারতের জয়ে নজর দিক মিডিয়া।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

'মা' মানে তো 'না'

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

কৌশিক স্কুল থেকে ফিরে মাকে বলল, মা, একটা কথা বলব? মা বললেন, বল।

-আমাকে কাল পঞ্চাশটা টাকা দেবে মা?

-কেন রে? স্কুল থেকে চেয়েছে কি?

-না মা, স্কুল থেকে চায় নি। আজ ঈশান আমাকে আর অদীপকে স্কুলের ক্যান্টিনে খাইয়েছে। আমিও ওদের খাওয়াতে চাই। দাও না মা। বেশি তো নয়, মাত্র পঞ্চাশটা টাকা। দেবে মা?

-না, পঞ্চাশই হোক বা পাঁচ টাকাই হোক, তোমাকে টাকা দেওয়া হবে না। জান তো, তোমার বাবা এসব পছন্দ করেন না।

-বা রে, আমার বুঝি লজ্জা করে না? ওরা খাওয়াবে আর আমি খাওয়াব না। ওরা কী ভাববে বল তো?

-খাওয়াতে তো আমি মানা করছি না। একদিন বাড়িতে নিয়ে এসো। আমি ভাল ভাল খাবার খাইয়ে দেব। সে খাবার তোমাদের ক্যান্টিনের খাবারে থেকে অনেক ভাল ও নিরাপদ হবে। মনে মনে রাগ হলেও কৌশিক মায়ের কথা মেনে নেয়।

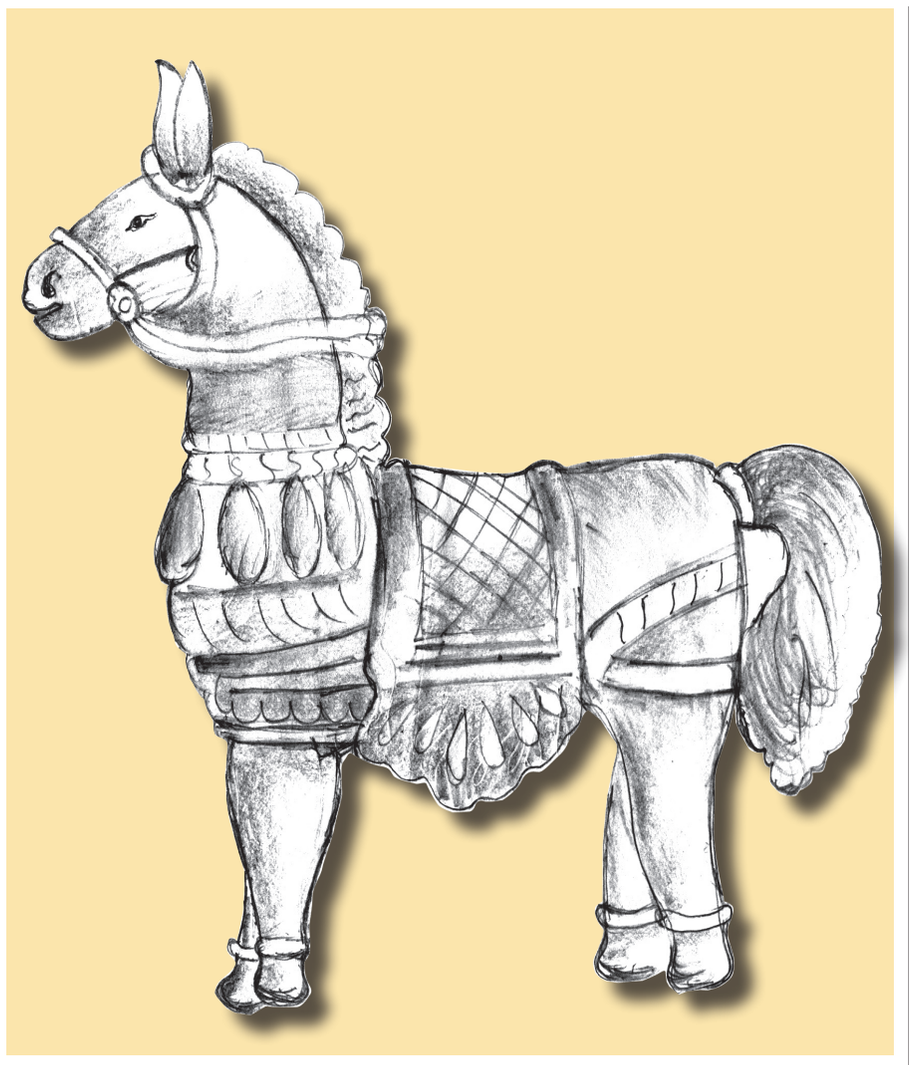

জগন্নাথ মন্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি, বিবেক নিকেতন সামালি

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

জেনে রাখো

আইসক্রিমের উৎপত্তি কোথায়?

কিছু বছর আগেও মানুষ শুধু গরমকালেই আইসক্রিম খেত। কিন্তু এখন বছরের সব সময়েই আইসক্রিম থাকে অনুষ্ঠানে এবং সর্বত্র। ঘুরতে গেলেও আইসক্রিমটা মাস্ট। আইসক্রিম পার্লারও হয়েছে সর্বত্র। এই আইসক্রিমের উৎপত্তি হয় ওরিয়েন্টে। ব্রিটিশ ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেখা যায় প্রথম আইসক্রিম।

মার্কোপোলো সেখান থেকেই এই ধারণা ইতালিতে বয়ে নিয়ে যান। ইতালি থেকে যায় ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সে খুব খ্যাতি লাভ করে এই আইসক্রিম। ফ্রান্স খুব চেষ্টাও করেছিল আইসক্রিমকে সাধারণ মানুষের কাছে গোপন রাখতে। কিন্তু সফল হয়নি। সাধারণ মানুষ এই সুস্বাদু খাবারের স্বাদ খুব সহজেই পেয়ে যায়। আর ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। প্রথম আইসক্রিম তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে বালটিমোর, মেরিল্যান্ডে ১৮৫১ সালে। তবে উন্নতির পথ দেখে ১৯০০ সালের যখন আইসক্রিম জমানোর পদ্ধতি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

আইক্রিমের প্রধান হল দুধ, ক্রিম, চিনি, মাঝে মাঝে অবশ্য ডিমও দিতে হয়। আর স্বাদের জন্য প্রয়োজন চকলেট, বাদাম, ভ্যানিলা, স্টবেরি ও আরও কিছু একটু

জেনে নেওয়া যাক আইসক্রিম তৈরির পদ্ধতি : ৮০ থেকে ৮৫% থাকে দুধ এবং ক্রিম, ১৫% মিস্টি, ?? অর্ধেক শতাংশ স্বাদের উপকরণ, ১%-র ১০ ভাগের ৩ ভাগ স্টেবিলাইজার। স্টেবিলাইজার জমাট বাধাতে সাহায্য করে যাতে আইক্রিমের গঠন ঠিক হয়। এবং টিকে থাকে বহুদিন।

তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ আইক্রিম খেলে আমাদের শরীরে যাচ্ছে প্রচুর ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন 'বি'। যেটা একটা হাফ কাপ দুধের সমান।

তবে বেশি বেশি আইসক্রিম না খাওয়াই ভালো। আবার দুধের চেয়ে আইসক্রিম খাওয়াও কিন্তু ভালো। আবার আইসক্রিম খেলে তেমন কসরতও করতে হবে। নইলে শরীরে জমবে মেদ। হাঃ হাঃ হাঃ.....

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com